প্রস্থানভেদঃ

অষ্টাদশ-বিদ্যা পরিচায়িকা বা শাস্ত্রবিবরণী)

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কৃতঃ

অবতরণিকা, সরল বঙ্গানুবাদ, টীকা ও গ্রন্থ বিবরণী সহ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

কর্তৃক সম্পাদিত

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

(অধ্যক্ষ—সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা)

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৬ শ্রাবণ (জন্মাষ্টমী) ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক
৩২/৭, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচী

ভূমিকা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্‌মধুসূদন সরস্বতী ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিশাল গগনে অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজমান। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কনৌজ হইতে আসিয়া প্রথমে নবদ্বীপে, পরে যশোহরে, এবং তাহারও পরবর্ত্তী কালে ফরিদপুর কোটালিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পিতার নাম পুরন্দর। কৈশোরে মধুসূদন ন্যায়, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া এবং অপরা বিদ্যার অনুশীলনে বিমুখ হইয়া বারাণসীতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনুশীলনে নিরত হন। এবং মুখ্যত অধ্যাত্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনাতেই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হয়। বার্দ্ধক্যে তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন এবং সমসাময়িক নৈয়ায়িক আচার্য মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং গদাধর শিরোমণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে।

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদন-বাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্‌ গদাধরঃ॥"

প্রভৃতি শ্লোক তাহার সাক্ষ্যবাহী।

মধুসূদন বিরচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'বেদান্ত-কল্পলতিকা,' 'অদ্বৈত-সিদ্ধি,' 'অদ্বৈত-রত্ন-রক্ষণ,' 'ভক্তি-রসায়ন' এবং 'ঈশ্বর-প্রতিপত্তি-প্রকাশ' —এই কয়টি মৌলিক রচনা। অপর পক্ষে 'সিদ্ধান্ত বিন্দু,' 'সারসংগ্রহ,' 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা, 'ভাগবত-প্রথম-শ্লোক-ব্যাখ্যা,' 'হরি-লীলা-ব্যাখ্যা,' 'আত্মবোধ-টীকা' প্রভৃতি টীকা গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী ব্রহ্মতত্ত্বের সমীক্ষাতেই তাঁহার দীর্ঘ জীবন নিঃশেষে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—একটি নির্গুণ, অপরটি সগুণ। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী যদিও ভগবৎপাদ শংকরাচার্য সম্মত নির্গুণ

ব্রহ্মকেই মুখ্য তত্ত্বরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং 'অদ্বৈত-সিদ্ধি' এবং 'অদ্বৈত-রত্ন-রক্ষণ'—এই দুইটি গ্রন্থে নানাবিধ বিরুদ্ধ মত নিরসনপূর্বক অসাধারণ মনীষা, বিদ্যাবত্তা ও যুক্তিকুশলতার সাহায্যে নির্বিশেষ অদ্বৈত-বাদেই যে সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা হইলেও 'ভক্তি-রসায়ন' এবং 'ঈশ্বর-প্রতিপত্তি-প্রকাশে' সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার উপাসনার দ্বারাই যে সংসারী জীবগণের মোক্ষলাভ সম্ভব—এই সিদ্ধান্ত নানাবিধ যুক্তিজাল, শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অনুপম হৃদয়বত্তার সাহায্যে তিনি প্রতিপাদন করেন। যদিও আচার্য্য মধুসূদন মূলতঃ অদ্বৈতবাদী এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই সমর্থক, তথাপি সগুণ ব্রহ্ম এবং তাঁহারই মূর্ত বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার প্রতি তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল—'অদ্বৈতরত্ন-রক্ষণ,' 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা,' 'সংক্ষেপ-শারীরক-সার-সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থের নানা স্থলে আকীর্ণ একাধিক শ্লোকে তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তির অম্লান সাক্ষ্য দেদীপ্যমান।

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ-বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"
"ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনে তটে কিমপি যন্নীলং মহো ধাবতি॥"

—প্রভৃতি ভগবদ্‌ভক্তির অনবদ্য উৎসার কাহার চিত্তকে না দ্রবীভূত করে?

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী যে সময়ে বারাণসীতে বসবাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে বহু ভক্ত ও সাধকের আবির্ভাবে সেই পুণ্যক্ষেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কবি তুলসী দাস, প্রখ্যাত আলঙ্কারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ

প্রমুখ কবি ও বিদ্বান্ তাঁহাদের রচনার অবিরাম ধারায় মধ্যযুগে ভারতীয় জনগণের চিত্তভূমিকে ভক্তিরসধারায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতীও ভক্তিরসের সেই পবিত্র পরিমণ্ডলের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। তুলসীদাসের উদ্দেশে আচার্য্য মধুসূদনের সেই অতিপ্রসিদ্ধ শ্লোকটির কথা কে না জানেন?

"পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা॥"

২

মধুসূদনের 'প্রস্থান-ভেদ' নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধটি তাঁহার 'মহিম্নস্তোত্র-টীকা'রই একটি অংশমাত্র। গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত প্রণীত 'মহিম্নস্তোত্র' সংস্কৃত স্তোত্রসাহিত্যের পরম সম্পদ। ইহা প্রধানতঃ ভগবান শিবেরই স্তুতিরূপে স্বীকৃত। কিন্তু আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী এই অনবদ্য স্তোত্রটির শিব এবং বিষ্ণু, হরি এবং হর—উভয়ের স্তুতিরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা যেমন শিবোপাসকগণের নিকট গ্রহণীয়, সেইরূপ বৈষ্ণব ভক্তগণেরও সমানভাবে আদরণীয়। হরি ও হরের মধ্যে ভেদ আপাতভেদ মাত্র, বাস্তব নহে। এই প্রসঙ্গে একটি শ্লোক স্মরণীয়—

"উভয়োরেকা প্রকৃতিঃ প্রত্যয়তো ভিন্নবদ্ ভাতি।
গণয়তি কশ্চিন্মূঢ়ো হরি-হরভেদং বিনা শাস্ত্রম্॥"

অর্থাৎ, হরিও হরের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই। কেন না উভয়ের প্রকৃতি বা স্বরূপ একই, শুধু উপাসকগণের প্রতীতিভেদ বশতঃ একই তত্ত্বের ভিন্নরূপে ভান হইয়া থাকে। যে পুরুষ চিৎ বা চৈতন্যের স্বরূপ বিষয়ে মূঢ় সেই কেবল হরি ও হরের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়া থাকে, যাহা শাস্ত্রবিরোধী এবং বিনাশের অস্ত্রস্বরূপ। বৈয়াকরণ পক্ষেও এই আর্যা শ্লোকটির ব্যাখ্যা সম্ভব। 'হরি' ও 'হর'—এই দুই শব্দেরই প্রকৃতি এক। অর্থাৎ একই হৃ-ধাতু হইতে দুইটিই নিষ্পন্ন। শুধু

প্রত্যয়-ভেদ বশতঃ রূপভেদ ঘটিয়াছে। যে মূঢ় ব্যাকরণ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ সেই কেবল 'হরি' ও 'হর' এই শব্দদ্বয়কে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া মনে করে।

যাহা হউক, আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী 'মহিম্নস্তোত্রে'র অন্তর্গত "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে—" এই শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে 'প্রস্থান-ভেদ' রূপে পরিচিত। এই ক্ষুদ্র টীকাগ্রন্থে বিদ্যার অষ্টাদশ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আস্তিক এবং নাস্তিক নানা সম্প্রদায়ের শাস্ত্রসমূহ আচার্য্য মধুসূদনের মতে এই অষ্টাদশধা ভিন্ন বিদ্যার মধ্যেই অন্তর্ভূত এবং সকল শাস্ত্রেরই সাক্ষাৎ ভাবেই হউক বা পরম্পরা ক্রমেই হউক ভগবৎস্বরূপ প্রতি-পাদনেই তাৎপর্য—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত—"সর্বেষাং শাস্ত্রাণাং ভগবত্যেব তাৎপর্য্যং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা।" এমন কি আচার্য সরস্বতীর মতে ভরতমুনি প্রণীত গান্ধর্বশাস্ত্রেরও দেবতারাধন এবং নির্বিকল্প সমাধি সিদ্ধিতেই তাৎপর্য্য, ইহা তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন—

> "এবং গান্ধর্ববেদশাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতম্।
> তত্র গীত-বাদ্য-নৃত্যভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ। দেবতা-
> রাধন-নির্বিকল্পক-সমাধ্যাদি-সিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ববেদস্য
> প্রয়োজনম্।"

সকল শাস্ত্রই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর দৃষ্টিতে ত্রিবিধ মূল প্রস্থানের অন্তর্গত। এই ত্রিবিধ প্রস্থান হইতেছে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্ত্তবাদ। এই প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে একটি পৌর্বাপর্য্য আছে—ক্রমশঃ কার্য্যকারণসংঘাতরূপ এই প্রপঞ্চের ভেদ, যাহা সকল সাংসারিক জীবের দৃষ্টিতে অনপহ্নবনীয় বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা হইতে অভেদ বা ঐক্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়াই এই প্রস্থানত্রয়ের লক্ষ্য। পরিণাম-বাদের পূর্বভূমি দিতেছে আরম্ভবাদ, এবং পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদের পূর্বভূমি। এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই বিবর্ত—ইহা যখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, তখনই কেবল আমাদের পক্ষে জগতের মূলভূত অদ্বৈত তত্ত্বের

সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব হইবে। তাহাই মুক্তি। আচার্য্য মধুসূদন সেইজন্য তাঁহার 'প্রস্থান-ভেদ' নিবন্ধের উপসংহারে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন—

"সর্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৃণাং মুনীনাং বিবর্তবাদপর্য্যবসানেনাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ, সর্বজ্ঞত্বাত্তেষাম্। কিন্তু বহির্বিষয়প্রবণানামাপাততঃ পরমপুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ।"

সুতরাং বিভিন্ন প্রস্থানপ্রবর্তক, সর্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ সংসারী জীবকুলের প্রতি অনুগ্রহপরবশ হইয়াই তাহাদের অধিকারভেদ অনুসারে বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন, যাহাতে বেদবিরোধী নাস্তিক্য হইতে তাহারা বিরত হইয়া ক্রমশঃ অদ্বৈত পরমতত্ত্বের উপলব্ধির দ্বারা চরম পুরুষার্থ অর্জনে সমর্থ হইতে পারে। আচার্য্য মধুসূদন তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ জিজ্ঞাসু প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণের ব্যুৎপত্তির জন্যই প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহাতে পুমর্থোপযোগী বেদানুগত প্রস্থানসমূহের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের দ্বারা তাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইবার জন্য স্পৃহা জন্মিতে পার, এবং সেই সেই প্রস্থানের দুরূহ গ্রন্থরাজির নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনে তাহারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে প্রবৃত্ত হইতে পারে—

"অথ সংক্ষেপেণৈষাং প্রস্থানানাং স্বরূপভেদে হেতুঃ প্রয়োজনভেদ উচ্যতে বালানাং ব্যুৎপত্তয়ে।"

এইভাবে বিশুদ্ধ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ এবং সগুণ ঈশ্বরোপসনার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতঃ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে অবিরোধ প্রতিপাদন করেন।

৩

পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় মধুসূদনের এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটির সরল বঙ্গানুবাদ ও টীকা সহ

একটি নূতন সংস্করণ প্রণয়ন করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। বঙ্গভাষায় প্রস্থানভেদের কোন অনুবাদ এ যাবৎ লভ্য ছিল না। এই গ্রন্থের অবতরণিকায় এবং পরিশিষ্ট অংশে তিনি মধুসূদনের জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজি, এবং 'প্রস্থান-ভেদে' উল্লিখিত বিভিন্ন আস্তিক ও নাস্তিক বিদ্যা ও উপবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসু পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন—ইহা যেমন একদিকে তাঁহার গবেষকসুলভ গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক, সেইরূপ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁহার অদম্য কৌতূহলেরও নিদর্শন বটে। এই পরিণত বয়সেও তিনি যেরূপ অনলস ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশে বহু তরুণ গবেষকের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয়। বর্ত্তমান প্রজন্মের বাঙালী তরুণ সমাজ স্বদেশের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বিদেশের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য যতখানি আগ্রহশীল, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের বিচিত্র ও গম্ভীর চিন্তাধারা বিষয়ে তাহাদের অনীহাও ঠিক ততখানিই। ফলে জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, শঙ্কর, রামানুজ, বুদ্ধ, মহাবীর, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্ত্তি, কুমারিল, উদয়ন প্রমুখ লোকোত্তর প্রতিভাশালী চিন্তানায়কগণের জীবন ও সাধনার সম্পর্কে আধুনিক বাঙালী একেবারেই অজ্ঞ, এবং এই অজ্ঞতার জন্য তাহাদের কিছুমাত্র খেদ নাই, বরং ইহা তাহাদের দৃষ্টিতে ভূষণ, দূষণ নহে। এই অবস্থায় প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির অনুশীলন যাহাতে প্রসার লাভ করে, তাহার জন্য প্রত্যেক সংস্কৃতিপ্রেমিক বিদগ্ধ বাঙালীর যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যে তাঁহার সাধ্যমত শক্তি লইয়া সেই লক্ষ্য সাধনে উদ্যত হইয়াছেন, ইহার জন্য শাস্ত্ররসিক বাঙালী মাত্রেরই তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। এইভাবে ভারতের প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের বিচিত্র চিন্তা

ও মতবাদ যাহাতে শিক্ষিত বাঙালী পাঠক সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে, তাহার জন্য বাংলাভাষায় ভারতীয় দর্শনের প্রামাণিক নিবন্ধ সমূহের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ব্যাপকতর হউক—এই কামনা পোষণ করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের এই প্রয়াসকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাইতেছি। ইতি—

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

অবতরণিকা

(ক) মধুসূদন সরস্বতী

আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশ) মধুসূদন সরস্বতীর জন্ম হয়। মধুসূদনের পিতা পুরন্দর মিশ্র কাশ্যপ গোত্রীয় শুক্ল যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ-বংশ সম্ভূত ছিলেন। পুরন্দরের চারিটী পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম শ্রীনাথ (চূড়ামণি), যাদবানন্দ (ন্যায়াচার্য) কমলনয়ন (মধুসূদন) ও বাগীশ চন্দ্র। কনিষ্ঠ বাগীশ চন্দ্র অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। মধুসূদন তাঁহার বাল্যকালে কমলনয়ন নামেই আখ্যাত ছিলেন। পুরন্দরের পুত্রগণ বিশেষতঃ দ্বিতীয় পুত্র যাদবানন্দ ও তৃতীয় পুত্র কমলনয়ন অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন ও পণ্ডিত রূপে খ্যাতিলাভ করেন। সম্ভবতঃ কমলনয়ন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক সময়ে পুরন্দরাচার্য তাঁহার দুই পুত্র যাদবানন্দ ও কমলনয়নকে সঙ্গে লইয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজার সভায় আসিয়া তাঁহার নিকট কিছু ব্রহ্মত্র সম্পত্তি প্রার্থনা করেন রাজা পুরন্দরের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেও তাঁহার এই প্রার্থনা পূরণে অসম্মত হন। বিফল মনোরথ হইয়া পুরন্দর পুত্রদ্বয় সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে যে, পিতার এই অপমানে কমলনয়ন বিশেষ ব্যথিত বোধ করেন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিও তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মায়। অতঃপর পিতার নিকট সন্ন্যাস জীবন যাপনের অনুমতি লইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং ছয়মাস পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে আগমন করেন। এখানে তিনি পরিব্রাজকাচার্য বিশ্বেশ্বর সরস্বতী নামক এক শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কমলনয়ন মধুসূদন সরস্বতী নামে বিখ্যাতি লাভ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে মধুসূদনের বয়ঃক্রম ছিল বিংশতি বৎসর। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনান্তর মধুসূদন নানা শাস্ত্র বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী বেদান্ত দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মধুসূদনের

শিক্ষা গুরুদ্বয়ের নাম ছিল শ্রীরাম ও মাধব সরস্বতী। মধুসূদন দীর্ঘকাল ধরিয়া বারাণসীর চতুঃষষ্টি ঘাটের নিকট গোপাল মঠে বাস করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। অচিরকালের মধ্যেই মধুসূদন একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও মহাসাধক রূপে জন-সমাজের স্বীকৃতি লাভ করেন।

মধুসূদনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাঁহার জীবদ্দশাতেই সুপ্রচারিত হয়—

'বেত্তি পারং সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।'

অর্থাৎ বিদ্যা যে কি—কতপ্রকার ইহা শুধু মধুসূদন জানেন (একমাত্র তিনিই বিদ্যাবারিধি পারঙ্গম, সর্ববিদ্যা তাঁর করতল গত)। মধুসূদনের বিদ্যার পরিমাণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে, স্বয়ং সরস্বতীই তাহা করিতে সমর্থ।

কথিত আছে যে কাশীবাসী কবি তুলসীদাস যখন হিন্দী (অবধী) ভাষায় 'রামচরিত-মানস' রচনা করেন তখন কাশীর পণ্ডিতগণ দেশ-ভাষায় লিখিত এই কারণে এই গ্রন্থ প্রচারের বিরোধিতা করেন।

তুলসীদাসজী তাঁহার গ্রন্থটি সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মধুসূদনকে পাঠের জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার অনুমোদন বা অভিমত প্রার্থনা করেন। মধুসূদন রচনাটি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হন ও তাঁহার অনুমোদনের অভিজ্ঞান স্বরূপ এই ছত্রটি লিখিয়া দেন—

"আনন্দ-কাননে কাশ্যাং জঙ্গমস্তুলসী তরুঃ
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা॥"

মধুসূদন কর্তৃক এই ভাবে উৎসাহিত হইয়া অতঃপর তুলসীদাস অপর পণ্ডিতদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার রামচরিত মানস গ্রন্থ প্রচারে ব্রতী হন।

মধুসূদন দীর্ঘজীবী ছিলেন সম্ভবতঃ ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০৭ বৎসর বয়সে হরিদ্বারে তাঁহার দেহান্ত হয় (দ্রঃ—প্রহ্লাদ চন্দ্র দেওয়ানজী সম্পাদিত সিদ্ধান্ত বিন্দু গ্রন্থের ভূমিকা, গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, বরোদা ১৯৩৩) মধুসূদন সম্রাট আকবর, বাংলার মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও মহাকবি তুলসীদাসের সমকালীন ছিলেন। তাঁহাব জন্ম মৃত্যুর সঠিক কাল নির্ণয়

অবশ্য সম্ভব নহে। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল লিখিত 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-গণের নামের সঙ্গে মধুসূদনের নামেরও উল্লেখ আছে। মধুসূদন বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার রচিত প্রায় বাইশখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। মধুসূদনের রচনাবলীর মধ্যে 'অদ্বৈত সিদ্ধি' গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে এই গ্রন্থটি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে রচিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আচার্য শঙ্কর ভারতবর্ষে অদ্বৈত-বাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে রামানুজ, বল্লভ, নিম্বকাচার্য, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আচার্যগণের প্রভাবে মূলে অদ্বৈত-বাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যের মতাবলম্বী ব্যাসতীর্থ "ন্যায়ামৃত" নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতবাদ অতি নিপুণতার সহিত খণ্ডন করেন। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতদের কেন্দ্র-স্থল কাশীর সতীর্থদের অনুরোধে মধুসূদন অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অপূর্ব মনীষা প্রয়োগে যত্নবান হন। এই প্রযত্নের ফলে 'অদ্বৈত সিদ্ধি' গ্রন্থটি রচিত হয়। এই পুস্তকে মধুসূদন ব্যাসতীর্থের যুক্তিগুলি সংশয়াতীত রূপে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত-বাদকে তর্কাতীতরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্বৈত বেদান্ত-শাস্ত্র-সাহিত্যে মধুসূদনের 'অদ্বৈত সিদ্ধি' একটি দিগ্‌দর্শক গ্রন্থরূপে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মধুসূদনের অদ্বৈত সিদ্ধি গ্রন্থের তিনটি টীকা রচিত হইয়াছে, ইহাদের নাম অদ্বৈত সিদ্ধি উপন্যাস, বৃহৎ টীকা, ও লঘু চন্দ্রিকা। এই টীকাগুলিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। অদ্বৈত-সিদ্ধি গ্রন্থ রচনার পূর্বে মধুসূদন অদ্বৈতবাদ সমর্থক ও ব্যাখ্যামূলক 'বেদান্ত কল্প লতিকা'ও 'সিদ্ধান্ত বিন্দু' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বেদান্ত কল্প লতিকা'য় অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা করিয়া মধুসূদন এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন যে বেদান্ত মতে মোক্ষলাভই মানবের পক্ষে সর্বাধিক শ্রেয়ঃ। 'সিদ্ধান্ত বিন্দু' গ্রন্থটি শঙ্করাচার্যের 'দশশ্লোকী' গ্রন্থের ব্যাখ্যা স্বরূপ রচিত হয়।

মধুসূদন রচিত বেদান্ত-প্রতিপাদক অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'অদ্বৈত রত্ন রক্ষণম্'' অদ্বৈত মঞ্জরী' ও 'সংক্ষেপ শারীরক সংগ্রহ'। শেষোক্ত গ্রন্থটিসর্বজ্ঞাত্মা মুনি রচিত 'সংক্ষেপ শারীরক' গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রূপে রচিত হয়।

মধুসূদন ভারতের শাশ্বত ধর্ম-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি অতি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন, ইহা 'গূঢ়ার্থ দীপিকা' নামে পরিচিত। রচনা কাল হইতে অদ্যাবধি এই টীকা ভারতের সর্বত্র বহুলভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়। এই টীকায় মধুসূদন সরল সংস্কৃতে গীতার প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে অদ্বৈতবাদের আলোকে মধুসূদন ইহাই প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে গীতার তিনটি অংশ। প্রথম অংশে জীবের স্বরূপ, দ্বিতীয় অংশে ব্রহ্মের স্বরূপ ও তৃতীয় অংশে জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদী মধুসূদন ব্যক্তিগত জীবনে আচার্য শঙ্করের ন্যায় ভক্তি বাদকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম-ব্রহ্মত্ব বা পরমতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কৃষ্ণভক্তি বিনা মোক্ষলাভ অসম্ভব মনে করিতেন। মধুসূদন শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে ১০২ শ্লোক যুক্ত একটি কাব্য রচনা করেন। ইহার নাম 'আনন্দমন্দাকিনী'। ভক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া মধুসূদন 'ভক্তি রসায়ন', ভাগবত পুরাণ প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যা ও ঈশ্বর প্রতিপত্তি প্রকাশ নামে আর ও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

সর্বশাস্ত্রদর্শী মধুসূদন রচিত কয়েকটি 'টীকা' গ্রন্থও প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাম পুষ্পদন্ত রচিত শিবমহিম্ন স্তোত্র টীকা, শাণ্ডিল্য সূত্র টীকা, বোপদেব রচিত হরিলীলা-ব্যাখ্যা, বেদস্তুতি টীকা, শাস্ত্র সিদ্ধান্ত লেশ টীকা, আত্মবোধ টীকা প্রভৃতি। ঋগ্বেদ পাঠের অষ্ট প্রকার রীতির ব্যাখ্যা করিয়া মধুসূদন একটি গ্রন্থটি রচনা করেন, তাহার নাম—অষ্ট বিকৃতি বিবৃতি। অর্থ শাস্ত্র বিষয়েও মধুসূদন 'রাজা নাম প্রতিরোধ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তবে ইহা সন্ন্যাসী মধুসূদনের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মধুসূদনেব বহু শিষ্য ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তম, বলভদ্র ও শেষ গোবিন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুষোত্তম মধুসূদন রচিত সিদ্ধান্ত বিন্দু গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। শেষ গোবিন্দ শঙ্করাচার্য রচিত সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহের টীকা রচনা করিয়া যশস্বী হন।

মধুসূদন সরস্বতী রচিত রূপে প্রচারিত বা প্রচলিত সকল রচনাই মুদ্রিত হয় নাই। তবে তাঁহার মুখ্য রচনাগুলির অধিকাংশই গ্রন্থাকারে

মুদ্রিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক সুসম্পাদিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থ পুনঃপুনঃও মুদ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন রচিত মুদ্রিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে (খ) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(খ) প্রস্থান ভেদ

পুষ্পদন্ত রচিত 'শিবমহিম্ন স্তোত্র' গ্রন্থটির নাম সুপরিচিত। এই গ্রন্থের ৪০টি শ্লোকে দেবাদিদেব শিবের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন এই গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিব মহিম্ন স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকটি এইরূপ –ঃ

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথ জুষাম্
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

[বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব ও বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা মত ধারা আছে, কেহ এক রূপ কেহ বা অন্যরূপ মত অনুসরণ করে। কিন্তু লক্ষ্য সেই এক তুমিই। কোন মত ঋজু, কোন মত কুটিল, রুচি অনুসারে লোকে তাহার আশ্রয় লয়। যেমন সকল নদীই সমুদ্রে মিশিয়া থাকে—তেমনি সকল মতের লক্ষ্যও তুমি, সেই একই ঈশ্বর।]

উপরোক্ত শ্লোকটির বিশেষতঃ 'প্রভিন্নে প্রস্থানে' শব্দ দুইটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মধুসূদন সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যের একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট করেন, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। সর্বশাস্ত্র নিষ্কর্ষ স্বরূপ মধুসূদনকৃত শিব মহিম্ন স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা অংশটুকু 'প্রস্থান ভেদ' নামে পরিচিত। বস্তুতঃ মধুসূদন পৃথকভাবে প্রস্থান ভেদ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। সম্ভবতঃ মধুসূদনের জীবদ্দশা কালেই এই অংশটুকু অনন্য সাধারণ শাস্ত্র নিষ্কর্ষরূপ 'প্রস্থান ভেদ' গ্রন্থ রূপে প্রচার লাভ আরম্ভ করে। সুপ্রসিদ্ধ ভারততত্ত্বজ্ঞ থিয়োডোর আউফ্রেখট্ কর্তৃক ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত Catalogus Catalogorum গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মধুসূদন সরস্বতী রচিত শিবমহিম্ন টীকার

ছয়খানি পুঁথি ভারতবর্ষের বিভিন্ন পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে (তাঞ্জোর, বারাণসী, লাহোর, মধ্যভারত এবং তদানীন্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি)। Catalogus Catalogorum গ্রন্থটিতে পৃথক ভাবে প্রস্থান ভেদের পুঁথির সংখ্যা দশটি। ইহার মধ্যে একখণ্ড করিয়া প্রস্থানভেদ গ্রন্থের পুঁথি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী (অধুনা কমনওয়েলথ রিলেসনস্), অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট্ লাইব্রেরী, পশ্চিম জার্মানীর টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ও পূর্ব বার্লিনের হুম্‌বোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। বাকীগুলি ভারতেই রক্ষিত আছে। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথিটি মানকর নিবাসী হিতলাল মিশ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত (দ্রঃ—Notices of Sansk. Mss. Vol I, 1872—By R.L. Mitra, P. 135)। আউফ্রেখট্ প্রণীত Catalogus Catalogorum. গ্রন্থটি গত শতব্দীর শেষ ভাগে সঙ্কলিত হয়। বর্তমান শতাব্দীতে নানা বিদ্বৎসংস্থাও বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতদের চেষ্টায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় আউফ্রেখট্ এর গ্রন্থ-তালিকাটি বর্তমানে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ যোগ্য নহে।

আধুনিক- কালে যে নূতন গ্রন্থতালিকা সঙ্কলিত হইতেছে তাহার সকল খণ্ডগুলি এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় বর্তমানে 'প্রস্থান ভেদ' পুঁথির সংখ্যা কত তাহা বর্তমানে সঠিক বলা সম্ভব নহে।

সুপ্রসিদ্ধ ভারততত্ত্বজ্ঞ হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭) ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটার' রূপে ভারতে আসেন। ভারতে তিনি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ভারত-বিদ্যা চর্চায় মনো নিবেশ করেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতির পদলাভ করেন। এই সঙ্গে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনাও করিতেন। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় বেদ সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (On the Vedas or the Sacred Writing of the Hindus—Asiatic Researches, Vol III, 1795. pp. 369-476), এই নিবন্ধটি উত্তরকালে কোলব্রুকের Miscellaneous Essays (Vol 1.

1837) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। এই প্রবন্ধটি আধুনিককালে বেদসম্বন্ধীয় প্রথম সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা রূপে পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থে একাধিকবার কোলব্রুক মধুসূদন কৃত 'প্রস্থান ভেদ' গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি মধুসূদনকে 'author of an elementary treatise on the classification of Indian Sciences' রূপে অভিহিত করেন।

মধুসূদন কৃত বেদকে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই দুইভাগে বিভাজনও তিনি স্বীকার করিয়া লন। 'প্রস্থান ভেদ' গ্রন্থ'টি পাঠ করার পর কোলব্রুকের উপরোক্ত রচনাটি পাঠ করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে মূলতঃ প্রস্থান ভেদ অবলম্বন করিয়াই কোলব্রুক এই প্রবন্ধটি রচনা করিতে সক্ষম হন। কোলব্রুকের এই রচনা প্রকাশের পরই ইউরোপীয় পন্ডিতেরা বেদচর্চায় ব্রতী হন। যাহা হউক, মধুসূদন সরস্বতী ও তাঁহার প্রস্থানভেদ গ্রন্থটিকে শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনার কৃতিত্ব ভারততত্ত্ব-ধুরন্ধর কোলব্রুকের প্রাপ্য। কোলব্রুকের রচনার মাধ্যমে প্রস্থানভেদের পরিচয় লাভ করিয়া জার্মানবাসী-সংস্কৃত পণ্ডিত আলব্রেখট্ ভেবর (১৮২৫-১৯০৭) তাঁহার নিজস্ব ভারতবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকায় (Indische Studien) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্থান ভেদের একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার অল্পদিন পরে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ম্যাক্স মুল্যার (১৮২৩-১৯০০) জার্মান ওরিয়েন্টেল সোসাইটির পত্রিকায় (সংক্ষেপে Z.D.MG.) তাঁহার একটি প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে প্রস্থান ভেদের অংশ বিশেষের জার্মান অনুবাদ উদ্ধৃত করেন। ম্যাক্সমুল্লার তাঁহার ভারতীয় ষড় দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে (Six Systems of Hindu Philosophy London, 1890) প্রস্থান ভেদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—

"What the Brahmins themselves thought of their philosophical literature, we may learn from such modern literature as the Prasthan Veda.···Madhusudan's Prasthana Veda at all events show a certain freedom of thought which we see now and then in other writers also such as Vijnanvikshu—who

are bent on showing that there is behind the diversity of Vedanta, Sankhya and Nyaya one and the same truth, though differently expressed, that philosophies in fact may be many but truth is one" (Chap III)। এই গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে ম্যাক্সমুল্লার নিজ বক্তব্যের সমর্থনে প্রস্থানভেদের বিশেষ বিশেষ অংশের ইংরাজী অনুবাদও উদ্ধৃত করেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পল ডয়সেনের দর্শনের ইতিহাস নামক বিরাট গ্রন্থের (Allegmeine Geschichte der Philosophie) প্রথম খণ্ডটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে প্রস্থানভেদের ডয়সেন কৃত জার্মান অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (Vol I. pp 44-64, 1894)।

প্রস্থান ভেদ গ্রন্থের কয়েকটি মুদ্রিত সংস্করণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) শ্রীমন্মাধবাচার্য কৃত প্রণীত সর্বদর্শন সংগ্রহঃ. মধুসূদন সরস্বতী কৃত প্রস্থান ভেদশ্চ, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, গ্রন্থাঙ্ক ৫১, পুনে, ১৯০৬

(২) প্রস্থান ভেদ :— শ্রীরঙ্গম, ১৯১২

(৩) শিবমহিম্ন স্তোত্রম্ (মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা সহ)— কাশী সংস্কৃত সিরিজ-২১, বারাণসী ১৯২৪

(৪) মধুসূদন সরস্বতীকৃত-প্রস্থান ভেদঃ—মহোমহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ সংস্কৃত :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১৯৩৯

উপরোক্ত চারিটি সংস্করণের কোনটিতেই ইংরাজী বা বঙ্গানুবাদ সান্নবিষ্ট হয় নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে সত্যব্রতী সামশ্রমী সম্পাদিত প্রত্নকম্রনন্দিনী পত্রিকায় ১৭৯৬ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় যথাক্রমে প্রস্থান ভেদের মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ১৭৯৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাটি রক্ষিত (১৮৭৪ খ্রীঃ) আছে, আষাঢ় সংখ্যাটি নাই। বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই সংখ্যাটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ হইতে আরও জানা যায় যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্থানভেদের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়, এই সংবাদের সঙ্গে প্রকাশক বা অনুবাদকের নামের উল্লেখ নাই। Rev. Long প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় এই অনুবাদের উল্লেখ নাই। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া প্রস্থানভেদের কোন বাংলা বা ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কলিকাতার জাতীয় পাঠাগারে 'প্রস্থান ত্রয় মধুসূদন সরস্বতী স্মৃতি শাস্ত্রম' নামে একটি পুস্তক আছে, ইহা 'Reproduced by Pandit T. Subbaraya Shastri of Bangalore in traditional Yogic manner by Dhyana' এই 'ধ্যান লব্ধ' গ্রন্থটির সহিত ইংরাজী অনুবাদও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকটি মধুসূদন কৃত প্রস্থান ভেদের একটি বিকৃত সংস্করণ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা এই যোগ বলে ধ্যান লব্ধ গ্রন্থটি ইংরাজী অনুবাদ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহার করি নাই।

বর্তমান গ্রন্থটির মূল পাঠে আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলীভুক্ত 'সর্ব দর্শন সংগ্রহের' 'পাঠ' গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য সংস্করণের পাঠভেদ পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

(গ) সম্পাদকের নিবেদন

কয়েক বৎসর পূর্বে একটি সাময়িক পত্রিকার জন্য বঙ্গ গৌরব অদ্বিতীয় মনীষী মধুসূদন সরস্বতীর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি প্রস্থান ভেদের পরিচয় লাভ করি। এইরূপ একটি অতি উপাদেয় গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের অভাব দূর করিবার জন্য ইহার একটি বঙ্গানুবাদ রচনায় আমার বাসনা হয়। সংস্কৃত ভাষায় এবং হিন্দু দর্শনে সীমিত জ্ঞান লইয়া আমার এই কার্যে হস্তক্ষেপ কবি কালিদাসের ভাষায় 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদ্ উদ্বাহুরিব বামনঃ' উপমাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে। যাহা হউক, সুদীর্ঘকালের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে আমি কোন মতে কাজটি সম্পন্ন করিয়াছি। মধুসূদনের গাঢ়বন্ধ ও ভাব-সমৃদ্ধ রচনার যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আমি ব্যাখ্যা মূলক ভাবানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

মধুসূদনের বক্তব্যটি পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন স্থলে টীকার বা মন্তব্যের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী (পঞ্চতীর্থ) ও সুবিজ্ঞ সুধী ডঃ শ্রীযুক্ত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব উপাচার্য—রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়দ্বয় অনুগ্রহ পূর্বক প্রস্থান ভেদের মৎকৃত বাংলা অনুবাদটি মূলের সহিত মিলাইয়া অনুমোদন করায় আমি পাঠকবর্গের নিকট ইহা নিবেদন করিতে সাহসী হইলাম।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ খ্যাতনামা সংস্কৃত-বিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয় বর্তমান গ্রন্থের একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সুধী সাহিত্যিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আমার এই রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি। এই পুস্তকটি প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য আমার স্নেহাস্পদ সাহিত্যকর্মী শ্রীমান্ সুনীল দাস ও সাহিত্যলোকের কর্ণধার শ্রীমান্ নেপালচন্দ্র ঘোষের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সংস্কৃত চর্চা প্রসারে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি সংস্কৃত-ছাত্র ও অধ্যাপক এবং সাধারণ শিক্ষিত সমাজের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব। সর্বশেষে বিশেষভাবে বাংলা ও বাঙালীর গৌরব সর্বশাস্ত্রদর্শী সন্ন্যাসী পণ্ডিত শ্রীমস্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি আমার বিনম্র প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া আমার সর্ববিধ ত্রুটি বিচ্যুতি, চাপল্য ও ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। অন্যান্য ত্রুটির জন্যও পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনীয়।

বিনীত

শ্রীগৌরাংগগোপাল সেনগুপ্ত

প্রস্থানভেদঃ

অথ সর্বেষাং শাস্ত্রাণাং ভগবত্যেব তাৎপর্যং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বেতি সমাসেন তেষাং প্রস্থানভেদোঽত্র উদ্দিশ্যতে।

তথাহি ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদ ইতি বেদাশ্চত্বারঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি বেদাঙ্গানি ষট্। পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রানি চেতি চত্বার্যুপাঙ্গানি। অত্র উপপুরাণানামপি পুরাণে অন্তর্ভাবঃ, বৈশেষিকশাস্ত্রস্য ন্যায়ে, বেদান্ত-শাস্ত্রস্য মীমাংসায়াম্, মহাভারত-রামায়ণয়োঃ সাংখ্য-পাতঞ্জলপাশুপত বৈষ্ণবাদীনাঞ্চ ধর্মশাস্ত্রে (অন্তর্ভাবঃ)। (এবং) মিলিত্বা চতুর্দশ বিদ্যাঃ। তথা চোক্তম্ (যাজ্ঞবল্ক্যেন)—

পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাঙ্গ-মিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥ ইতি

(যা ঃ স্মৃ ঃ অঃ ১, শ্লোক ঃ—৩)

এতা এব চতুর্ভিরুপবেদৈঃ সহিতা অষ্টাদশ বিদ্যা ভবন্তি। আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ববেদোঽর্থশাস্ত্রংচেতি চত্বার উপবেদাঃ।

সর্বেষাংচাস্তিকানামেতাবন্ত্যেব শাস্ত্রপ্রস্থানানি। অন্যেষামপ্যেক-দেশিনামেতেষ্বেবান্তর্ভাবাৎ।

ননু নাস্তিকানামপি প্রস্থানান্তরাণি সন্তি তান্যেতেষ্বনন্তর্ভাবাৎ পৃথগ্ গণয়িতুমুচিতানি। তথা হি— শূন্যবাদেনৈকং প্রস্থানং মাধ্যমিকানাম্, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্রবাদেনান্যদ্যোগাচারাণাম্। জ্ঞানাকারানুমেয়ক্ষণিক বাহ্যার্থবাদেনাপরং সৌত্রান্তিকানাম্—, প্রত্যক্ষস্বলক্ষণক্ষণিকবাহ্যার্থ বাদেনাপরংবৈভাষিকাণাং, এবং সৌগতানাং প্রস্থানচতুষ্টয়ম্। তথা দেহাত্মবাদেনৈকং প্রস্থানং চার্বাকাণাম্, এবং দেহাতিরিক্ত-দেহপরি-ণামাত্ম-বাদেন দ্বিতীয়ং প্রস্থানং দিগম্বরাণাম্, এবং মিলিত্বা নাস্তিকানাং ষট্ প্রস্থানানি। তানি কস্মান্নোচ্যন্তে ? সত্যম্। বেদবাহ্যত্বাৎ তেষাং ম্লেচ্ছাদি

প্রস্থানবৎ পরম্পরয়াপি পুরুষার্থানুপযোগিত্বাৎ উপেক্ষণীয়ত্বমেব। ইহ চ সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা পুমর্থোপযোগিনাং বেদোপকরণানামেব প্রস্থানানাং ভেদো দর্শিতঃ। অতো ন ন্যূনত্বশঙ্কাবকাশঃ। অথ সংক্ষেপেণৈষাং প্রস্থানানাংস্বরূপ ভেদে হেতুঃ প্রয়োজনভেদ উচ্যতে বালানাং ব্যুৎপত্তয়ে।

তত্র ধর্মব্রহ্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয়ং প্রমাণবাক্যংবেদঃ। স চ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকঃ। তত্র মন্ত্রা অনুষ্ঠানকারকভূত-দ্রব্যদেবতাপ্রকাশকাঃ। তেঽপি ত্রিবিধাঃ, ঋগযজুঃ সামভেদাৎ। তত্র পাদবন্ধ গায়ত্র্যাদি ছন্দো বিশিষ্টা ঋচঃ, 'অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদ্যাঃ'। তা এব গীতিবিশিষ্টাঃ সামানি। তদুভয়বিলক্ষণানি যজুংসি। অগ্নীদগ্নীনবিহরেত্যাদি সম্বোধন রূপা নিগদমন্ত্রা* অপি যজুরন্তর্ভূতাএব তদেবং নিরূপিতা মন্ত্রাঃ।

ব্রাহ্মণমপি ত্রিবিধম্, বিধি-রূপমর্থ-বাদরূপং তদুভয়বিলক্ষণরূপং চ। তত্র শব্দভাবনা বিধিরিতি ভট্টাঃ। নিয়োগো বিধিরিতি প্রাভাকরাঃ। ইষ্টসাধনতাবিধিরিতি তার্কিকাদয়ঃ সর্বে। বিধিরপি চতুর্বিধঃ। উৎ-পত্ত্যাধিকারবিনিয়োগপ্রয়োগভেদাৎ। তত্র কর্মস্বরূপমাত্রবোধকো বিধিরুৎপত্তিবিধিরাগ্নেয়োঽষ্টাকপালো ভবতীত্যাদিঃ।† সেতিকর্তব্যতা-কস্য করণস্য যাগাদেঃ ফলসম্বন্ধবোধকো বিধিরধিকারবিধিঃ। দর্শপূর্ণ-মাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিঃ। অঙ্গসম্বন্ধ বোধকো বিধির্বিনিয়োগ-বিধিঃ, ব্রীহিভির্যজেত সমিধোযজতীত্যাদিঃ। সাঙ্গপ্রধানকর্মপ্রয়োগৈক্য বোধকঃ পূর্বোক্তবিধিত্রয়মেলনরূপঃ প্রয়োগবিধিঃ। স চ শ্রৌত ইত্যেকে কল্প্য ইত্যপরে। কর্মস্বরূপং চ দ্বিবিধং—গুণকর্মার্থকর্মচ, তত্র ক্রতুকর্ম-কারকাণ্যাশ্রিতা বিহিতং গুণকর্ম। তদপি চতুর্বিধম্। উৎ-পত্ত্যাপ্তিবিকৃতিসংস্কৃতি ভেদাৎ। তত্র বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, যূপং তক্ষতীত্যাদাবাধানতক্ষণাদিনা সংস্কারবিশেষবিশিষ্টাগ্নি-যূপাদেরুৎ-পত্তিঃ। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যো, গাং পয়ো দোগ্ধীত্যাদাবধ্যয়নদোহনাদিনা বিদ্যমানস্যৈব স্বাধ্যায়পয়ঃপ্রভৃতেঃ প্রাপ্তিঃ। সোমমভিষুণোতি ব্রীহীন বহন্ত্যাজ্যং বিলাপয়তীত্যাদৌ অভিষবাবঘাতবিলাপনৈ সোমাদীনাং

---

* মীমাংসা সূত্রম্ ২।১।৩৫-৩৮ সূত্রাণি দ্রষ্টব্যানি

† শতপথ ব্রাহ্মণম্-২।৫।১।৭

বিকারঃ। ব্রীহীন প্রোক্ষতি, পত্ন্যাজ্যমবেক্ষ্যতে ইত্যাদৌ প্রোক্ষণাবেক্ষণাদিভির্ব্রীহ্যাদিদ্রব্যাণাং সংস্কারঃ। এতচ্চতুষ্টয়ঞ্চাঙ্গমেব।

তথা ক্রতুকারকাণ্যাশ্রিত্য বিহিতমর্থকর্ম চ দ্বিবিধম্, অঙ্গং প্রধানং চ। অন্যার্থমঙ্গম্। অনন্যার্থং প্রধানম্। অঙ্গমপি দ্বিবিধম্-সংনিপত্যোপকারকমারাদুপকারকং চ। তত্র প্রধানস্বরূপনির্বাহকং প্রথমম্। ফলোপকারি দ্বিতীয়ম্। এবং সম্পূর্ণাঙ্গ সহিতো বিধিঃ প্রকৃতিঃ। বিকলাঙ্গসংযুক্তোবিধি বিকৃতিঃ। তদুভয়বিলক্ষণো বিধির্দর্বিহোমঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। তদেবং নিরূপিতো বিধিভাগঃ।

প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরলক্ষণয়া বিধিবিশেষভূতং বাক্যমর্থবাদঃ। স চ ত্রিবিধঃ-গুণবাদোঽনুবাদো ভূতার্থবাদশ্চেতি। তত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থ বোধকো গুণবাদঃ আদিত্যো যূপ ইত্যাদিঃ। প্রমাণান্তর প্রাপ্তার্থ বোধকোঽনুবাদোঽগ্নির্হিমস্য ভেষজমিত্যাদিঃ। প্রমাণান্তরবিরোধতৎ প্রাপ্তিরহিতার্থবোধকো ভূতার্থবাদঃ, ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদ্যচ্ছদিত্যাদিঃ। তদুক্তম্—

বিরোধে গুণবাদঃস্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থ বাদস্ত্রিধা মতঃ॥ ইতি

(ঐত-ব্রা-ভাষ্য-সায়ণ)

তত্র ত্রিবিধানামপ্যর্থবাদানাং বিধিস্তুতিপরত্বে সমানেঽপি ভূতার্থবাদানাং স্বার্থেঽপি স্বতঃ প্রামাণ্যং। দেবতাধিকরণ ন্যায়াৎ অবাধিতাজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং হি প্রামাণ্যং। তচ্চ বাধিতবিষয়ত্বাৎ জ্ঞাতজ্ঞাপকত্বাচ্চ ন গুণবাদানুবাদয়োঃ। ভূতার্থস্য তু স্বার্থে তাৎপর্যরহিতস্যাপ্যোৎসর্গিকং প্রামাণ্যং ন বিহন্যতে। তদেবং নিরূপিতোঽর্থবাদভাগঃ।

বিধ্যর্থবাদোভয়বিলক্ষণন্তু বেদান্তবাক্যং, তচ্চাজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বেঽপ্যনুষ্ঠানাপ্রতিপাদকত্বান্ন বিধিঃ। স্বতঃ পুরুষার্থপরমানন্দজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মণি স্বার্থে উপক্রমোপসংহারাদিষড়্‌বিধ তাৎপর্যলিঙ্গবত্তয়া স্বতঃ প্রমাণভূতং সর্বানপি বিধীনন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা স্ববিশেষতামাপাদয়দন্য শেষত্বাভাবাচ্চ নার্থবাদ। তস্মাদুভয়বিলক্ষণমেব বেদান্তবাক্যম্। তচ্চ

ক্বচিদজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্ব মাত্রেণ বিধিরিতি ব্যপদিশ্যতে। বিধিপদাহিত প্রমাণ বাক্যত্বেন ক্বচিদ্ভূতার্থবাদ ইতি ব্যবহ্রিয়ত ইতি ন দোষঃ। তদেবং নিরূপিতং ত্রিবিধং ব্রাহ্মণং।

এবঞ্চ কর্মকাণ্ড ব্রহ্মকাণ্ডাত্মকো বেদো ধর্মার্থকামমোক্ষ হেতুঃ। স চ প্রয়োগত্রয়েন যজ্ঞনির্বাহার্থমৃগ্-যজুঃ সামভেদেন ভিন্নঃ। তত্র হৌত্র প্রয়োগ ঋগ্বেদেন, আধ্বর্য প্রয়োগো যজুর্বেদেন, ঔদগাত্র প্রয়োগ সামবেদেন, ব্রাহ্মযজমানপ্রয়োগৌ তত্রৈবন্তর্ভূতৌ। অর্থববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ* শান্তিক পৌষ্টিকাভিচারাদিকর্মপ্রতিপাদকত্বেনাত্যন্ত বিলক্ষণ এব। এবং প্রবচনভেদাৎ প্রতিবেদং ভিন্না ভূয়স্যঃ শাখাঃ। এবঞ্চ কর্মকাণ্ডে ব্যাপারভেদেঽপি সর্বাসাং বেদশাখানামেকরূপত্বমেব ব্রহ্মকাণ্ডে। ইতি চতুর্ণাং বেদানাং প্রয়োজনভেদেন ভেদ উক্তঃ।

অথাঙ্গান্যুচ্যন্তে। তত্র শিক্ষায়া উদাত্তানুদাত্তস্বরিতহ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদি বিশিষ্টস্বরব্যঞ্জনাত্মকবর্ণোচ্চারণবিশেষজ্ঞানং প্রয়োজনং, তদভাবে মন্ত্রাণামনর্থকত্বাৎ। তথা চোক্তং শিক্ষায়াম্—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা,
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥ ইতি ॥

তত্র সর্ববেদসাধারণী শিক্ষা, অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামীত্যাদিপঞ্চ খণ্ডাত্মিকা পাণিনিনা প্রকাশিতা। প্রতিবেদশাখং চ ভিন্নরূপা প্রাতিশাখ্য সংজ্ঞিতা অন্যৈরেব মুনিভিঃ প্রদর্শিতা। এবং বৈদিকপদসাধুত্বজ্ঞানে নোহাদিকং ব্যাকরণস্য প্রয়োজনম্। তচ্চ 'বৃদ্ধিরাদৈজি'ত্যাদ্যধ্যায়াষ্টকাত্মকং মহেশ্বর প্রসাদেন ভগবতা পাণিনিনৈব প্রকাশিতম্। তত্র কাত্যায়নেন মুনিনা পাণিনীয় সূত্রেষু বার্তিকং বিরচিতম্। তদ্বার্তিকস্যোপরি চ ভগবতা মুনিনা পতঞ্জলিনা মহাভাষ্যমারচিতম্। তদেতত্রি-

* সাক্ষাদযজ্ঞানুপযুক্তঃ ইত্যর্থঃ

মূনি ব্যাকরণং বেদাঙ্গং মাহেশ্বরমিত্যাখ্যায়তে। কৌমারাদি ব্যাকরণানি তু ন বেদাঙ্গানি কিন্তু লৌকিকপ্রয়োগ মাত্রজ্ঞানার্থানীত্যবগন্তব্যম্।

এবং শিক্ষাব্যাকরণাভ্যাং বর্ণোচ্চারণ পদ সাধুত্বে জ্ঞাতে বৈদিকমন্ত্র পদানামর্থজ্ঞানাকাঙ্ক্ষায়াং তদর্থং ভগবতা যাস্কেন সমাম্নায় সমাম্নাতঃ স ব্যাখ্যাতব্য ইত্যাদি ত্রয়োদশাধ্যায়কং নিরুক্তমারচিতম্। তত্রচ নামাখ্যাত নিপাতোপসর্গভেদেন চতুর্বিধং পদজাতম্ নিরূপ্য বৈদিকমন্ত্রপদানামর্থঃ প্রকাশিতঃ। মন্ত্রাণাং চানুষ্ঠেয়ার্থ-প্রকাশনদ্বারেণৈব করণত্বাৎ পদার্থ জ্ঞানাধীনত্বাচ্চ বাক্যার্থজ্ঞানস্য মন্ত্রস্য পদার্থজ্ঞানায় নিরুক্তমবশ্যমপেক্ষিত-মন্যথানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ 'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু'* ইত্যাদি দুরূহাণাং প্রকারান্তরেণার্থজ্ঞানস্যাসম্ভবনীয়ত্বাচ্চ। এবং নিঘণ্টবোঽপি বৈদিকদ্রব্য-দেবতাত্মকপদার্থপর্যায়শব্দাত্মকা নিরুক্তান্তর্ভূতা এব। তত্রাপি নিঘণ্টুসংজ্ঞকঃ পঞ্চাধ্যায়াত্মকো গ্রন্থো ভগবতা যাস্কেনৈব কৃতঃ।

এবংমৃঙ্মন্ত্রাণাং পাদবদ্ধছন্দোবিশেষবিশিষ্টত্বাত্তদজ্ঞানে চ নিন্দা-শ্রবণাচ্ছন্দোবিশেষনিমিত্তানুষ্ঠানবিশেষবিধানাচ্চ ছন্দোজ্ঞানাকাঙ্ক্ষায়াং তৎপ্রকাশনায় ধীশ্রী-স্ত্রীমিত্যাদ্যষ্টাধ্যায়াত্মিকা ছন্দোবিবৃতির্ভগবতা পিঙ্গলেন বিরচিতা। তত্রাপ্যলৌকিকমিত্যন্তেনাধ্যায়ত্রয়েণ গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী পংক্তিস্ত্রিষ্টুব্ জগতীতি সপ্ত ছন্দাংসি সাবান্তরভেদানি নিরূপিতানি। অথ লৌকিকমিত্যারভ্যাধ্যায়পঞ্চকেন পুরাণেতিহাসদবুপযোগীনি লৌকিকানি ছন্দাংসি প্রসঙ্গান্নিরূপিতানি ব্যাকরণে লৌকিক পদনিরূপণবৎ।

এবং বৈদিক কর্মাঙ্গদর্শাদিকালজ্ঞানায় জ্যোতিষং ভগবতা আদিত্যেন গর্গাদিভিশ্চ প্রণীতং বহুবিধমেব।

শাখান্তরীয়গুণোপসংহারেণ বৈদিকানুষ্ঠান-কর্মবিশেষ-জ্ঞানায় কল্প সূত্রানি, তানি চ প্রয়োগত্রয় ভেদাৎ ত্রিবিধানি†।

তত্র-হোত্র প্রয়োগ-প্রতিপাদকান্যাশ্বলায়নশাঙ্খায়নাদি প্রণীতানি।

---

* "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ নৈতিশেব তুর্ফরী ফর্ফরীকা। উদন্যজেব জেমনা মদেরূতা মে জরায্বজরংমরায়ু ॥" (ঋক্ অ ঃ ৮, অ ঃ ৬, ব ঃ ২)

† হৌত্রাধ্বর্যবৌদ্গাত্রমিতি প্রয়োগত্রয়মিত্যর্থঃ।

আধ্বর্য্যবপ্রয়োগ-প্রতিপাদকানি বৌধায়নাপস্তম্বকাত্যায়নাদি প্রণীতানি। ঔদ্গাত্র প্রয়োগ-প্রতিপাদকানি ল্যাট্যায়ন-দ্রাহ্যায়ণাদি প্রণীতানি। এবং নিরূপিতঃ ষণ্ণামঙ্গানাং প্রয়োজন-ভেদঃ।

চতুর্ণামুপাঙ্গানামধুনোচ্যতে। তত্র সর্গ-প্রতিসর্গ-বংশ মন্বন্তর-বংশানুচরিত-প্রতিপাদকানি ভগবতা বাদরায়ণেন কৃতানি পুরাণানি। তানি চ ব্রাহ্মং, পাদ্মং, বৈষ্ণবং, শৈবং, ভাগবতং, নারদীয়ং, মার্কণ্ডেয়ং, আগ্নেয়ং, ভবিষ্যং, ব্রহ্মবৈবর্ত্তং, লৈঙ্গং, বারাহং, স্কান্দং, বামনং, কৌর্ম্যং, মাৎস্যং, গারুড়ং, ব্রহ্মাণ্ডঞ্চেত্যষ্টাদশ।

আদ্যং সনৎকুমারেণ প্রোক্তম্ বেদবিদাং নরাঃ।
দ্বিতীয়ং নারসিংহাখ্যং তৃতীয়ং নান্দমেব চ॥
চতুর্থং শিবধর্মাখ্যং দৌর্বাসং পঞ্চমং বিদুঃ।
ষষ্ঠন্তু নারদীয়াখ্যং কাপিলং সপ্তমং বিদুঃ।
অষ্টমং মানবং প্রোক্তং ততশ্চোশনসেরিতম্॥
ততো ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞন্তু বারুণাখ্যং তত পরম্।
ততঃ কালীপুরাণাখ্যং বাশিষ্টং মুনিপুঙ্গবাঃ॥
ততো বাশিষ্ঠ-লৈঙ্গাখ্যং প্রোক্তং মাহেশ্বরং পরম্।
ততঃ সাম্বপুরাণাখ্যং ততঃ সৌরং মহাদ্ভুতম্॥
পারাশরং ততঃ প্রোক্তং, মারীচাখ্যং ততঃ পরম্।
ভার্গবাখ্যং ততঃ প্রোক্তং, সর্বধর্মার্থ সাধকম্॥

এবমুপপুরাণান্যনেক প্রকারাণি দ্রষ্টব্যানি।

ন্যায় আন্বীক্ষিকী পঞ্চাধ্যায়ী গোতমেন প্রণীতা। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতিনিগ্রহস্থানাখ্যানাং ষোড়শপদার্থানামুদ্দেশ-লক্ষণ পরীক্ষাভিস্তত্ত্বজ্ঞানং তস্যাঃ প্রয়োজনম্। এবং দশাধ্যায়ং বৈশেষিকং শাস্ত্রং কণাদেন প্রণীতম্। দ্রব্যগুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানামভাবসপ্তমানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং ব্যুৎপাদনং তস্য প্রয়োজনম্ এতদপি ন্যায়পদেনোক্তম্।

এবং মীমাংসাপি দ্বিবিধা, কর্ম-মীমাংসা, শারীরক-মীমাংসা চ। তত্র দ্বাদশাধ্যায়ী কর্ম-মীমাংসা, 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসে'ত্যাদ্যাহারে চ দর্শনাদি'ত্যন্তা ভগবতা জৈমিনিনা প্রণীতা। তত্র ধর্ম প্রমাণং, ধর্মভেদাভেদৌ, শেষশেষিভাবঃ, ক্রত্বর্থপুরুষার্থভেদেন প্রযুক্তিবিশেষঃ, শ্রুত্যর্থপাঠাদিভিঃ ক্রমভেদঃ, অধিকারবিশেষঃ, সামান্যাতিদেশঃ, বিশেষাতিদেশঃ, উহঃ, বাধঃ, তন্ত্রম্, প্রসঙ্গশ্চেতি ক্রমেণ দ্বাদশাধ্যায়ানামর্থাঃ। তথা সঙ্কর্ষণ কাণ্ডমপ্যধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকং জৈমিনী প্রণীতম্, তচ্চ দেবতা-কাণ্ডসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধমপ্যুপাসনাখ্য-কর্মপ্রতিপাদকত্বাৎকর্মমীমাংসান্তর্গতমেব। তথা চতুরধ্যায়ী শারীরক-মীমাংসা 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসে'ত্যাদি'রনাবৃত্তিঃ শব্দাদি'ত্যন্তা জীব-ব্রহ্মৈকত্ব-সাক্ষাৎকার হেতুঃ, শ্রবণাখ্যবিচারপ্রতিপাদকান্যায়ানুপদর্শয়ন্তী ভগবতা বাদরায়ণেন কৃতা। তত্র সর্বেষামপি বেদান্ত বাক্যানাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রত্যগভিন্নাদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্যমিতি সমন্বয়ঃ প্রথমাধ্যায়েন প্রদর্শিতঃ।

তত্র চ প্রথমে পাদে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্তানি বাক্যানি বিচারিতানি। দ্বিতীয়ে পাদে উপাস্যব্রহ্মবিষয়াণি। তৃতীয়ে পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গানি প্রায়শো জ্ঞেয়ব্রহ্মবিষয়াণি এবং পাদত্রয়েণ বাক্যবিচারঃ সমাপিতঃ। চতুর্থপাদে তু প্রধানবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানান্যব্যক্তাজাদিপদানি চিন্তিতানি।

এবং বেদান্তানামদ্বয়ে ব্রহ্মণি সিদ্ধে সমন্বয়ে তত্র সম্ভাবিতং স্মৃতি-তর্কাদিবিরোধমাশংক্য তৎপরিহারঃ ক্রিয়ত ইত্যবিরোধো দ্বিতীয়াধ্যায়েন দর্শিতঃ। তত্রাদ্যপাদে সাংখ্যযোগকাণাদাদি স্মৃতিভিঃ সাংখ্যাদি প্রযুক্তৈস্তর্কৈশ্চ বিরোধো বেদান্ত সমন্বয়স্য পরিহৃতঃ, দ্বিতীয়ে পাদে সাংখ্যাদি-মতানাং দুষ্টত্বং প্রতিপাদিতম্, স্বপক্ষস্থাপন-পরপক্ষ নিবারণরূপ পর্বদ্বয়াত্মকত্বাদ্বিচারস্য। তৃতীয়েপাদে মহাভূত সৃষ্ট্যাদি-শ্রুতীনাং পরস্পর বিরোধঃ পূর্বভাগেন পরিহৃতঃ, উত্তরভাগেন তু জীব বিষয়াণাং, চতুর্থপাদে ইন্দ্রিয়বিষয়শ্রুতীনাং বিরোধঃ পরিহৃতঃ। তৃতীয়াধ্যায়ে সাধননিরূপণং। তত্র প্রথমে পাদে জীবস্য পরলোক-গমনাগমন নিরূপণেন বৈরাগ্যং নিরূপিতং। দ্বিতীয়ে পাদে পূর্বভাগেন ত্বং পদার্থঃ শোধিতঃ, উত্তরভাগেন

তৎ পদার্থঃ। তৃতীয়ে পাদে নিগুর্ণে ব্রহ্মণি নানা শাখা-পঠিতা পুনরুক্ত-পদোপসংহারঃ কৃতঃ, প্রসঙ্গাচ্চ সগুণনিগুর্ণবিদ্যাসু শাখান্তরীয় গুণো-পসংহারানুপসংহারৌ নিরূপিতৌ। চতুর্থে পাদে নিগুর্ণব্রহ্মবিদ্যায়া বহিরঙ্গ সাধনান্যাশ্রমযজ্ঞাদিনী অন্তরঙ্গ সাধনানি শমদমনিদিধ্যাসনাদিনী চ নিরূপিতানি। চতুর্থাধ্যায়ে-সগুণ নিগুর্ণ-বিদ্যয়োঃ ফলবিশেষনির্ণয়ঃ কৃতঃ। তত্র প্রথমে পাদে শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা নিগুর্ণং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কৃত্য জীবতঃ পাপ-পুণ্যালেপলক্ষণা জীবন্মুক্তিরভিহিতা। দ্বিতীয়ে পাদে ম্রিয়মাণ-স্যোৎক্রান্তিপ্রকারশ্চিন্তিতঃ। তৃতীয়ে পাদে সগুণ ব্রহ্মবিদো মৃতস্যোত্তর-মার্গোঽভিহিতঃ। চতুর্থে পাদে পূর্বভাগেন নিগুর্ণব্রহ্মবিদো বিদেহকৈবল্য-প্রাপ্তিরুক্তা, উত্তরভাগেন সগুণ ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোকস্থিতিরুক্তেতি। ইদমেব সর্বশাস্ত্রাণাং মূর্দ্ধণ্যং শাখান্তরং সর্বমস্যৈব শেষ ভূতমিতীদমেব মুমুক্ষুভিরাদরণীয়ং শ্রীশঙ্করভগবৎপাদোদিতপ্রকারেণেতি রহস্যম্।

এবং ধর্মশাস্ত্রাণি মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-বিষ্ণু-যমাঙ্গিরো-বশিষ্ঠ-দক্ষ-সংবর্ত শাতাতপ - পরাশর - গৌতম - শঙ্খ - লিখিত-হারীতাপস্তম্বোশনো-ব্যাস-কাত্যায়ন-বৃহস্পতি-দেবল-নারদ-পৈঠীনসী প্রভৃতিভিঃ কৃতানি বর্ণাশ্রম ধর্ম বিশেষাণাং বিভাগেন প্রতিপাদকানি। এবং ব্যাসকৃতং মহাভারতং বাল্মীকিকৃতং রামায়ণঞ্চ ধর্মশাস্ত্র এবান্তর্ভূতং স্বয়মিতিহাসত্বেন প্রসিদ্ধম্। সাংখ্যাদীনাং ধর্মশাস্ত্রান্তর্ভাবেঽপিহ স্বশব্দেনৈব নির্দেশাৎ পৃথগেব সঙ্গতির্বাচ্যা।

অথ বেদ চতুষ্টয়স্যক্রমেণ চত্বার উপবেদাঃ। তত্রায়ুর্বেদস্যাষ্টৌ স্থানানি ভবন্তি সূত্রং শারীরমৈন্দ্রিয়ং চিকিৎসা নিদানং বিমানং বিকল্পঃ সিদ্ধিশ্চেতি।* ব্রহ্মা প্রজাপত্যশ্বিধন্বন্তরীন্দ্র-ভরদ্বাজাত্রেয়াগ্নিবেশ্যাদিভি রুপদিষ্টশ্চরকেন সংক্ষিপ্ত। তত্রৈব সুশ্রুতেন পঞ্চস্থানাত্মকং প্রস্থানান্তরং কৃতম্। এবং বাগভট্টাদিনাপি বহুধেতি ন শাস্ত্র ভেদঃ। কামশাস্ত্র মপ্যায়ুর্বেদান্তগর্তমেব, তত্রৈব সুশ্রুতেন বাজীকরণাখ্য কামশাস্ত্রাভিধানাৎ। তত্র বাৎস্যায়নেন পঞ্চাধ্যায়াত্মকং কামশাস্ত্রং প্রণীতং, তস্য চ বিষয়

* পাঠভেদঃ—কল্পঃ সিদ্ধিশ্চেতি।

বৈরাগ্যমেব প্রয়োজনং শাস্ত্রোদ্দীপিতমার্গেণাপি বিষয়ভোগে দুঃখমাত্র পর্য্যবসানাৎ। চিকিৎসাশাস্ত্রস্য রোগ-তৎসাধনরোগনিবৃত্তি-তৎসাধন-জ্ঞানং প্রয়োজনম্।

এবং ধনুর্বেদঃ পাদচতুষ্টয়াত্মকো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ। তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ, দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহপাদঃ, তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ, চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ। তত্র প্রথমে পাদে ধনুর্লক্ষণমধিকারিনিরূপণঞ্চ কৃতং। অত্র ধনুঃশব্দশ্চাপে রূঢ়োঽপি চতুর্বিধায়ুধে *প্রবর্ত্ততে। তচ্চ চতুর্বিধং—মুক্তমামুক্তম্ মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ। মুক্তং চক্রাদি, অমুক্তং খড়্গাদি মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি, যন্ত্রমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রমুচ্যতে, অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে। তদপি ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব-পাশুপত-প্রাজাপত্যাগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধম্। এবং সাধিদৈবতেষু সমন্ত্রকেষু চতুর্বিধায়ুধেষু যেষামধিকারঃক্ষত্রিয়-কুমারাণাং তদনুযায়িনাঞ্চ তে সর্বে চতুর্বিধাঃ পদাতিরথগজ-তুরগারূঢ়াঃ। দীক্ষাভিষেক-শকুন-মঙ্গল-করণাদিকং চ সর্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতম্। সর্বেষাং শস্ত্রবিশেষাণামাচার্যস্য চ লক্ষণপূর্বকং সংগ্রহণপ্রকারো দর্শিতঃ দ্বিতীয়ে পাদে। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃ পুনরভ্যাসো মন্ত্র-দেবতাসিদ্ধিকরণমপি নিরূপিতং তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতার্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানামস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতঃ। ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্মাচরণং যুদ্ধং, দুষ্টস্য দণ্ডঃ চৌরাদিভ্যঃ প্রজাপালনং চ ধনুর্বেদস্য প্রয়োজনম্। এবং চ ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদিক্রমেণ বিশ্বামিত্রপ্রণীতং ধনুর্বেদশাস্ত্রম্।

এবং গান্ধর্ববেদশাস্ত্রং ভগবতা ভরতেন প্রণীতম্। তত্র গীত বাদ্য-নৃত্য-ভেদেন বহুবিধোঽর্থঃ, দেবতারাধন-নির্বিকল্পকসমাধ্যাদি সিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ববেদস্য প্রয়োজনম্।

এবমর্থশাস্ত্রঞ্চ বহুবিধম্, নীতিশাস্ত্রম্, অশ্বশাস্ত্রং, গজশাস্ত্রং, শিল্পশাস্ত্রং, সূপশাস্ত্রম, চতুঃষষ্ঠিকলা শাস্ত্রঞ্চেতি নানা মুনিভিঃ প্রণীতম্, তৎসর্বমস্য চ সর্বস্য লৌকিকবৎ প্রয়োজনভেদো দ্রষ্টব্যঃ।

* পাঠভেদঃ—ধনুর্বিধায়ুধে।

এবমষ্টাদশ বিদ্যাস্ত্রয়ীশব্দেনোক্তাঃ, অন্যথা ন্যূনতাপ্রসঙ্গাৎ। তথা সাংখ্যশাস্ত্রং ভগবতা কপিলেন প্রণীতং। 'অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থ', ইত্যাদিষড়ধ্যায়ম্। তত্র প্রথমে অধ্যায়ে বিষয়া নিরূপিতাঃ, দ্বিতীয়ে প্রধানকার্যাণি, তৃতীয়ে বিষয়েভ্যো বৈরাগ্যং, চতুর্থে বিরক্তানাং পিঙ্গলা কুররাদীনামাখ্যায়িকাঃ, পঞ্চমে পরপক্ষ নির্ণয়ঃ, ষষ্ঠে সর্বার্থসংক্ষেপঃ। প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানং সাংখ্যশাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্।

তথা যোগশাস্ত্রং ভগবতা পতঞ্জলিনা প্রণীতম্ 'অথ যোগানুশাসন' মিত্যাদিপাদচতুষ্টয়াত্মকম্। তত্র প্রথমে পাদে চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মকঃ সমাধিরভ্যাসবৈরাগ্যরূপং চ তৎসাধনং নিরূপিতম্। দ্বিতীয়ে পাদে বিক্ষিপ্তচিত্তস্যাপি সমাধিসিদ্ধ্যর্থং যম-নিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার ধারণা-ধ্যানসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানিনিরূপিতানি ; তৃতীয়ে পাদে যোগি বিভূতয়ঃ,* চতুর্থে পাদে কৈবল্যমিতি। তস্য চ বিজাতীয়প্রত্যয়নিরোধদ্বারেন নিদিধ্যাসনসিদ্ধিঃ প্রয়োজনম্।

তথা পশুপতিমতং পাশুপতং শাস্ত্রং পশুপতিনা পশুপাশ-বিমোক্ষণায় 'অথাতঃ পশুপতেঃ পাশুপতং যোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম' ইত্যাদি পঞ্চাধ্যায়ং বিরচিতম্। তত্র অধ্যায়পঞ্চকেনাপি কার্যরূপো জীবঃ পশুঃ, কারণং পতিরীশ্বরঃ, যোগঃ পশুপতৌ চিত্তসমাধানম্, বিধির্ভস্মনা ত্রিষবন স্নানাদির্নিরূপিতঃ। দুঃখান্তসংজ্ঞো মোক্ষশ্চ প্রয়োজনম্। এত এব কার্যকারণ যোগবিধি দুঃখান্তা ইত্যাখ্যায়ন্তে।

এবং বৈষ্ণবং নারদাদিভিঃ কৃতং পঞ্চরাত্রম্। তত্র বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাশ্চত্বারঃ পদার্থা নিরূপিতাঃ। ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্বকারণং পরমেশ্বরঃ, তস্মাদুৎপদ্যতে সঙ্কর্ষণাখ্যো জীবঃ, তস্মান্মনঃ প্রদ্যুম্নঃ, তস্মাদনিরুদ্ধোঽহঙ্কারঃ। সর্বে চৈতে ভগবতো বাসুদেব স্যৈবাংশভূতাঃ, তদভিন্না এবেতি ভগবতো বাসুদেবস্য মনোবাক্‌কায় বৃত্তিভিরারাধনং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবতীত্যাদি চ নিরূপিতম।

তদেবং দর্শিতঃ প্রস্থানভেদঃ। সর্বেষাং চ সংক্ষেপেণ ত্রিবিধ এব

* পাঠভেদঃ—যোগবিভূতয়ঃ

প্রস্থানভেদঃ। তত্রারম্ভবাদ একঃ, পরিণামবাদো দ্বিতীয়ঃ, বিবর্তবাদস্তৃতীয়ঃ। পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়াশ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবোদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্তং জগদারভন্তে। অসদেব কার্যং কারণব্যাপারাদুৎপদ্যত ইতি প্রথমস্তার্কিকাণাং মীমাংসকানাঞ্চ, সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকং প্রধানমেব মহদ-হঙ্কারাদিক্রমেণ জগদাকারেণ পরিণমতে। পূর্বমপি সূক্ষ্মরূপেন সদেব কার্যং কারণব্যাপারেণাভিব্যজ্যত ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ সাংখ্যযোগ পাতঞ্জল পাশুপতানাম। ব্রহ্মণঃ পরিণামো জগদিতি বৈষ্ণবানাম্। স্বপ্রকাশ পরমানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম স্বমায়াবশান্মিথ্যৈব জগদাকারেণ কল্প্যত ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষো ব্রহ্মবাদিনাম্। সর্বেষাং প্রস্থান কর্তৃণাং মুনীনাং বিবর্তবাদ পর্যবসানেনাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বাত্তেষাম্, কিন্তু বহির্বিষয় প্রবণানামাপাততঃ পরম পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যবারণায় তৈঃ প্রকার ভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ, তত্র তেষাং তাৎপর্যমবুদ্ধ্বা বেদবিরুদ্ধেহপ্যর্থে তাৎপর্যমুৎপ্রেক্ষমানাস্তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্নন্তো জনা নানা পথজুষো ভবন্তীতি সর্বমনবদ্যম্।

॥ ইতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বিরচিতঃ প্রস্থানভেদঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রস্থানভেদঃ

সরল বঙ্গানুবাদ ও টীকা

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণই সকল শাস্ত্রের অভীষ্ট বলিয়া সংক্ষেপে এই শাস্ত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণন করা হইতেছে।

বেদ[১] চারিটি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদের অংগ বা বেদাঙ্গ।[২] পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র এই চারিটি বেদের উপাঙ্গ।

উপপুরাণগুলি (বেদের অন্যতম উপাঙ্গ) পুরাণের অন্তর্ভুক্ত। বৈশেষিক-শাস্ত্র ন্যায়-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বেদান্ত-শাস্ত্র মীমাংসার অন্তর্ভুক্ত। রামায়ণ ও মহাভারত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত ও বৈষ্ণব (শাস্ত্র) ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি ধরিয়া বিদ্যার সংখ্যা চতুর্দশ। (অর্থাৎ চারিবেদ, ছয়বেদাঙ্গ, চারি উপাঙ্গ লইয়া বিদ্যার সংখ্যা হইল চতুর্দশ)।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র এবং ষড়ঙ্গ বেদ সহিত চারিবেদ হইতেছে বিদ্যা এবং ধর্মের চতুর্দশ মূল (যাঃ স্মৃঃ ১।২)। এই চতুর্দশ বিদ্যা এবং চারিটি উপবেদ লইয়া বিদ্য হইতেছে অষ্টাদশ প্রকার (অষ্টাদশ বিদ্যা)। চারিটি উপবেদ হইতেছে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থ শাস্ত্র।[৩]

১) বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই বেদ ("ইষ্ট প্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যা বেদয়তি স বেদঃ")।

(২) 'শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণম্ নিরুক্তম্ ছন্দো জ্যোতিষম্'।—মুণ্ডকোপনিষৎ (১, ১, ৫)।

(৩) বিষ্ণুপুরাণেও এই অষ্টাদশ বিদ্যা উল্লিখিত হইয়াছে—ঃ

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যাহ্যেতা চতুর্দশঃ॥ আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ"॥ (৩, ৬, ২৮-২৯)

আস্তিক্য বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের এই শাস্ত্র-প্রস্থান বা বিচার। যাঁহারা উপরোক্ত প্রস্থানগুলিকে অংশতঃ স্বীকার করেন (সম্পূর্ণ রূপে মানেন না) তাঁহাদের বিদ্যাগুলিকেও উপরোক্ত শাস্ত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না এইরূপ ব্যক্তিগণের শাস্ত্রীয়-মত বা প্রস্থান ভিন্ন প্রকার। আস্তিক শাস্ত্রগুলির সহিত কোনরূপ ঐক্য বা অন্তর্ভাব না থাকায় এই 'প্রস্থান' গুলিকে পৃথক ভাবে আলোচনার আবশ্যকতা আছে। যথা, মাধ্যমিকদের যে শাস্ত্র-প্রস্থান আছে তাহা শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৪] (অন্য একটি) যোগাচার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-ক্ষণিক-বিজ্ঞান-মাত্রা বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৫]

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় জ্ঞানাকারাণুমেয় ক্ষনিকবাহ্যার্থ-বাদী।[৬] বৈভাষিক-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ-স্বলক্ষণ-ক্ষণিক-বাহ্যার্থ-বাদে বিশ্বাসী।[৭] উপরোক্ত চারটি সৌগত (বৌদ্ধ) বিচার-ধারা বা মত (প্রস্থান)।[৮]

এইরূপ চার্বাক পন্থীদের একটি মত আছে, এই মতে দেহাতিরিক্ত আর কিছুই নাই। দিগম্বর (জৈন) মতে আত্মা অবশ্যই দেহাতিরিক্ত তবে সে দেহ-যুক্ত এবং দেহ নামেই পরিচিত (দেহাতিরিক্ত দেহ পরিণামাত্ম-বাদ)। এইরূপে দেখা যাইতেছে নাস্তিকদেরমত বা বিচার ছয়টি (ইহার

---

৪. মধুসূদন নিরীশ্বর-বাদী দার্শনিকদের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ-দর্শন আলোচনা করিতেছেন। আত্মা বা বস্তু স্বভাব-শূন্য অর্থাৎ অস্তিত্বহীন সুতরাং কেই বা কামনা করিবে এবং কি ই বা কামনা করিবে? ইহাই শূন্যবাদ। বৌদ্ধশাস্ত্র মহাযান-সূত্রে বর্ণিত মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শূন্য-বাদ নাগার্জুন কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয়। আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক।

৫. বাহ্য-জগতের কোন আভাস না থাকায় যখন চিত্তের কোন অবলম্বন থাকে না, চিত্ত নিজের মধ্যেই নিজে অবস্থিত থাকে এই অবস্থাকেই বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিক বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা অথবা বিজ্ঞান-মাত্রতা বলা হয়। তপস্যা বা যোগ দ্বারা (পাতঞ্জল যোগ নহে) এই অবস্থা উপলব্ধ হওয়া যায়, এই জন্য এই মার্গকে যোগাচার মার্গ বলা হয়। মৈত্রেয়নাথ, অসঙ্গ, দিঙ্নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ-যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রবক্তা।

মধ্যে বৌদ্ধমত চারিটি, চার্বাক ও জৈন প্রত্যেকের একটি—এইরূপে সংখ্যায় ছয়টি হইল)।

এই (ছয়টি) নাস্তিক-মত আলোচনা করা হইল না (অর্থাৎ ইহার ঔচিত্যানুচিত্য বিচার করা হইল না)। কেন করা হইল না তাহা বলা হইতেছে। এই মত গুলি বেদবিরুদ্ধ এবং ম্লেচ্ছ-দর্শনের ন্যায় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইহারা কোন মতেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুবর্গ বা পুরুষার্থ-সিদ্ধির অনুকূল হয় না। এই জন্য এই দর্শনগুলি উপেক্ষনীয়।

সাক্ষাৎ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) লাভের সহায়ক বেদমূলক বিভিন্ন শাস্ত্র গুলির বিষয়ই এখানে আলোচিত হইবে। নাস্তিক-দর্শনের সম্যগ্ বিচার না করার জন্য এই আলোচনা যে ত্রুটি পূর্ণ এই অভিযোগ উপেক্ষা করিতে হইবে। বেদসম্মত এই শাস্ত্র গুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন হইল এবং তাহাদের সম্যগ্ ব্যবহার বা প্রয়োজন কি তাহার আলোচনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

---

৬. যাঁহারা একমাত্র বুদ্ধ-বাণী বা 'সূত্র' বিশ্বাসী, তদীয় অনুবর্তী কাহারও দ্বারা লিখিত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন না তাঁহাদিগকেই 'সৌত্রান্তিক' সম্প্রদায় বলা হইত। 'সৌত্রান্তিক'দের মতে বহির্জগৎ অনুমেয়, ইহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য, তবে ইহা অবশ্যই ক্ষণিক। কুমারলাত এই সম্প্রদায়ের প্রবক্তা।

৭. খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধসঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশনে বৌদ্ধ-ধর্মশাস্ত্র অভিধর্মের 'বিভাষা' নামে একটি ভাষ্য রচিত হয়। এই বিভাষার উপর যাহাদের শ্রদ্ধা ছিল তাঁহারা বৈভাষিক-সম্প্রদায় নামে পরিচিত হন। বৈভাষিকেরা মূল সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায় ভুক্ত। বৈভাষিকগণ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে ইহাকে ক্ষণিক বলিয়া গণ্য করেন। ইঁহারা সূত্রের প্রাধান্য অস্বীকার করেন, এবং অভিধর্মের উপর নির্ভর করেন।

৮. উত্তরকালে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীগণ মূলতঃ হীন-যান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যান। মধুসূদন বর্ণিত মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারিটি বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে প্রথম দুইটি মহাযান ও শেষ দুইটি হীনযান-পন্থী। "সুগত" বা 'তথাগত' ভগবান বুদ্ধের নামান্তর সুতরাং সৌগত মত বলিতে বৌদ্ধ-মত বা দর্শন বুঝিতে হইবে।

বেদ অপৌরুষেয় এবং সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ-স্বরূপ। ব্রহ্ম ও ধর্ম বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদের দুইভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।[৯]

মন্ত্র কর্ম-নিষ্পত্তির জন্য অবশ্যকীয় বস্তুর (যজ্ঞের) ও উদ্দিষ্ট দেবতার বিষয়-জ্ঞাপক। মন্ত্র তিন প্রকার।—ঋক্, যজুঃ ও সাম।[১০] ঋক্ মন্ত্রগুলি পদ-বিশিষ্ট এবং গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। যথা—'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' (১ম মণ্ডল, ১ম সূত্র, ১ম ঋক্) ইত্যাদি এক একটি ঋক্ মন্ত্র। সাম-মন্ত্র গুলিও ঋক্ মন্ত্রের ন্যায় তবে সামমন্ত্র গুলি গীতি যুক্ত (অর্থাৎ এই গুলি গানের উদ্দেশ্যে রচিত)। যজুঃ মন্ত্রগুলি এই উভয় প্রকারেরই বৈশিষ্ট্য বর্জিত (অর্থাৎ এই গুলি পাদ বদ্ধ অথবা গেয় নহে)। যজুর্বেদের সম্বোধন-যুক্ত মন্ত্রগুলিকে 'নিগদ' মন্ত্র বলা হইয়া থাকে। 'হে অগ্নীদ, অগ্নি সমূহে বিহার কর'—এইরূপ সম্বোধন যুক্ত মন্ত্রগুলি যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত।[১১]

---

৯. আপস্তম্ব, যাস্ক প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ বেদকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারিভাগে বিন্যস্ত করেন। বেদের মন্ত্রাংশ সংহিতা নামে পরিচিত। আধুনিক পণ্ডিতেরা চারিটি বেদকেই সংহিতা, ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই চারিটি ক্রমে বিভক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ মন্ত্র বা সংহিতাই মূল বেদ। ব্রাহ্মণ অংশ সংহিতারই উপব্যাখ্যান। বেদের মন্ত্রাতিরিক্ত ভাগই 'ব্রাহ্মণ' বুঝিতে হইবে। আরণ্যক ও উপনিষদ ব্রাহ্মণেরই অংশ-ভূত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদের এই দুই অংশ আবার 'কর্মকাণ্ড' এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ 'জ্ঞান-কাণ্ড' নামে পরিচিত।

১০. এখানে মধুসূদন ঋক্, সাম ও যজুঃ মন্ত্রের কথা বলিয়াছেন, অথর্বের কথা বলেন নাই, অথচ অথর্ববেদেরও সংহিতা আছে। ইহার কারণ এই যে প্রাচীন মতানুসারে বেদকে ত্রয়ী বলা হইত এবং মন্ত্রকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পদ্য (ঋক্) গীত (সাম) ও গদ্য (যজুঃ) এই তিন ভাগে ভাগ করা হইত। অথর্ব সংহিতার মন্ত্রগুলি বস্তুতঃ পাদও ছন্দে বদ্ধ সুতরাং ঋকেরই অন্তর্ভুক্ত, এই জন্যই অথর্ব সংহিতার মন্ত্র সম্বন্ধে পৃথক ভাবে কিছু বলা হয় নাই।

১১. সাধারণতঃ যজুর্মন্ত্রগুলি উপাংশু অর্থাৎ নাতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চার্য। নিগদমন্ত্র গুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চার্য, এই জন্য এইগুলিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। 'অগ্নীদ্-অগ্নীন বিহর' নিগদমন্ত্রের এই দৃষ্টান্তটি তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬.৩-১২), গোপথ ব্রাহ্মণ (২.২.৬) ও শত পথ-ব্রাহ্মণে (৪.২.৫.১১) দৃষ্ট হয়।

মন্ত্র সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা হইল।

ব্রাহ্মণ[১২] তিন প্রকার—বিধি, অর্থ-বাদ এবং এই দুইটি অপেক্ষা স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত আর একরূপ।[১৩] ভট্ট (কুমারিল) সম্প্রদায়ের মতে 'বিধি' শব্দ-ভাবনা।[১৪] প্রভাকর-সম্প্রদায়ের মতে 'নিয়োগ'ই হইতেছে বিধি। তার্কিকদের মতে বিধি হইতেছে ইষ্ট-সাধনতা (ইষ্টলাভ)। এই সমস্ত বিধিই চারিপ্রকার। এইগুলি হইতেছে উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রয়োগ। যে বিধি হইতে কর্মের প্রকৃতি জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকে বলা হয় উৎপত্তি-বিধি। 'আগ্নেয়োঽষ্টা কপালো ভবতি' এই বাক্যটি উৎপত্তি-বিধির দৃষ্টান্ত (আগ্নেয় নামক যজ্ঞে অষ্ট কপাল পুরোডাশ দিতে হয়—ইহা হইতে বুঝা গেল এই যজ্ঞ কি প্রকার। অষ্ট কপাল অর্থ আটটি মাটির খোলা, এই আটটি মাটির খোলায় পুরোডাশ অর্থাৎ যব বা চাউলের অগ্নিপক্ক পিষ্টক অষ্টকপাল পুরোডাশ অর্থে বুঝিতে হইবে)।

যে বিধি হইতে করণীয় যজ্ঞকর্মের ফল কি হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় তাহাকে অধিকার বিধি বলা হয় যথা 'দর্শপূর্ণ মাসাভ্যাং স্বর্গ কামো যজেত' (এই বাক্যে দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞের ফল যে স্বর্গলাভ তাহা বুঝা যাইতেছে ইহাই অধিকার বিধি)।[১৫] যজ্ঞের প্রধান বিষয় ও অঙ্গের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধ বোধক বিধিবাক্যের নাম বিনিয়োগ

১২. বেদের মন্ত্রাংশ ব্যতীত অংশ-সূচক ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মণ) শব্দটি ক্লীব লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। 'বিধায়কং বাক্যং ব্রাহ্মণম্'—মীমাংসা পরিভাষা (কৃষ্ণ যজুঃ)

১৩. পরবর্তী প্রসঙ্গে মধুসূদন ইহাকে বেদান্ত-বাক্য আখ্যা দিয়াছেন। অর্থাৎ তিন প্রকার ব্রাহ্মণ হইতেছে বিধি, অর্থবাদ ও বেদান্ত বাক্য। গৌতম সূত্রানুযায়ী ইহা তিন প্রকার বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ (২।১।৬২)।

১৪. 'যজেত' অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে এই বাক্যটি পুরুষের যজ্ঞে প্রবৃত্তি আনয়ন করে ইহাকেই শাব্দী-ভাবনা বলা হয়। ("পুরুষ প্রবৃত্ত্যনুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপার বিশেষঃ শাব্দী ভাবনা, সা চ লিঙংশেনোচ্যতে" অর্থ সংগ্রহঃ, ১-৬)।

১৫. অমাবস্যাও পূর্ণিমায় সাধ্য যজ্ঞ বিশেষ। শতপথ-ব্রাহ্মণে ইহার বিবরণ আছে (১২।২।৪৮)।

বিধি—যথা ব্রীহির্ভির্যজেত (ব্রীহি দ্বারা যজ্ঞ করিবে), সমিধো যজতীত্যাদি (সমিধ্ দ্বারা যজ্ঞ করা হয়)। এই তিন প্রকার বিধিরই বৈশিষ্ট্যগুলি যাহাতে আছে এবং যাহা দ্বারা অঙ্গও প্রধান কর্মের প্রয়োগের একতা সূচিত হয় তাহাকে প্রয়োগ বিধি বলা হয়। যথা অগ্নিহোত্রং জুহুয়াত স্বর্গকামঃ (স্বর্গকামনার উদ্দেশ্যে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে)। কেহ ইহাকে শ্রৌত কেহ বা ইহাকে কল্পবিধিও বলিয়া থাকেন।[১৬]

কর্ম দুই প্রকার। গুণকর্ম ও অর্থকর্ম। যজ্ঞকর্মের আবশ্যকীয় ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া যে কর্ম বিহিত তাহাকে গুণকর্ম বলা হয় (গুণ-কর্মে দ্রব্যেরই প্রাধান্য)। এই গুণকর্ম চারি প্রকার—উৎপত্তি, প্রাপ্তি (আপ্তি), বিকৃতি ও সংস্কৃতি। উৎপত্তির দৃষ্টান্ত—'বসন্তে ব্রাহ্মণোহগ্নী-নাদধীত' (বসন্তকালে ব্রাহ্মণের অগ্নি আধান করা উচিত), যূপংতক্ষতি (যূপকাষ্ঠ খুঁদিয়া তৈয়ারী করা হয়)। অগ্নি প্রজ্বালন, যূপতক্ষণ প্রভৃতি কার্যগুলি উৎপত্তি বিধির অন্তর্ভুক্ত। 'স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্য[১৭],' 'গাং পয়োদোগ্ধি' (বেদাধ্যায়ন কর্তব্য, গোদোহন করা হয়) ইত্যাদি বাক্যগুলি অধ্যয়ন, দোহন প্রভৃতি 'প্রাপ্তি'র দৃষ্টান্ত। 'সোমমভিষুনোতি,' 'ব্রীহিন্ অবহন্তি,' 'আজ্যং বিলাপয়তি' এই সকল বাক্যে সোমলতা হইতে রস নিষ্কাষণ, অবঘাত দ্বারা ধান্য হইতে তুষ বিযুক্ত করণ, যজ্ঞীয় দধি ঘৃত প্রভৃতির সংস্কারগুলি 'বিকৃতি'র দৃষ্টান্ত। 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' 'পত্ন্যাজ্যমবেক্ষ্যতে' অর্থাৎ ব্রীহিগুলি সলিলাদি সেক দ্বারা পবিত্রীকৃত (প্রোক্ষিত) হইতেছে, আজ্য (যজ্ঞীয় ঘৃত) যজমানের পত্নীর দ্বারা রক্ষিত হইতেছে এই প্রকার প্রোক্ষণ, অবেক্ষণ প্রভৃতি কার্যগুলি সংস্কার বিধির দৃষ্টান্ত। উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি এই চারিপ্রকার বিধিই অঙ্গ।

যজ্ঞ কর্মাশ্রিত বিধানকে অর্থ কর্ম বলা হয় (যে কর্ম দ্বারা আত্মাতে কোনরূপ 'অদৃষ্ট' উৎপন্ন হয় তাহাই অর্থকর্ম যথা সোমযাগ) ; অর্থকর্ম দুই প্রকার অঙ্গ ও প্রধান। অন্যার্থ কর্মই অঙ্গ (অর্থাৎ অঙ্গ কর্মটি

১৬. প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের বিধি ভাগই কল্প সূত্র।

১৭. তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২।১৫।১)

প্রধান কর্ম সাধনের সহায়ক বা উপকারক)। অনন্যার্থ কর্ম অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম যাহার সহায়ক এইরূপ কর্মকে 'প্রধান' বলা হয়।[১৮]

অঙ্গ কর্ম দুই প্রকার, সংনিপত্যোকারক ও আরাদুপকারক। সংনিপত্যোকারক রূপ অঙ্গ কর্মে প্রধানের সিদ্ধির সহায়তা সাধিত হয় (ব্রীহিন প্রোক্ষতি এই বাক্যে প্রধান কর্ম যজ্ঞের সহায়তা সাধন সূচিত হইতেছে)। যাহা ফলোপকারী অর্থাৎ ফলদায়ক তাহাকে আরাদুপ কারক কর্ম বলা হয় যথা প্রযাজাদি।[১৯]

অঙ্গযুক্ত প্রধান বিধিকে প্রকৃতি বিধি বলা হইয়া থাকে (অর্থাৎ প্রকৃতি বিধিতে অঙ্গ ও প্রধানের বিধান প্রদত্ত হইয়া থাকে, যে বিধিতে সমগ্র অঙ্গের বিধান প্রদত্ত হয় নাই তাহা বিকৃতি বিধি,[২০] এই দুই লক্ষণই নাই, এইরূপ বিধি 'দার্বিহোম'[২১] এইরূপ আরও অনেক উদাহারণ আছে (তাহা বিস্তৃত ভাবে এখানে বলা হইল না)। বিধি সম্বন্ধে এই পর্যন্তই উক্ত হইল।

---

১৮. হোমস্য দধিঃ এই বাক্যে 'হোম' প্রধান, 'দধি' অঙ্গ এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১৯. দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞের একটি অঙ্গ ব্রীহি প্রোক্ষণ; প্রোক্ষণ কর্মটি যজ্ঞের অর্থাৎ প্রধানের সংনিপত্যোকারক। যে স্থলে দ্রব্য বা দেবতারসংস্কার জনক কোন কর্ম হইতেছে না—অথচ ক্রিয়ার বিধান আছে তাহা আরাদুপকারক। এই প্রকার কর্মের সহিত প্রধান কর্মের উপকার্য উপকারক ভাব আছে তবে তাহা বস্তুগত নহে। ইহা আত্মসমবেত অপূর্বের জনক। দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের পূর্বে 'প্রযাজ' অর্থাৎ যজ্ঞপূর্ব একটি ক্রিয়া আছে। এই 'প্রযাজ' দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞের আরাদুপকারক ("আত্মসমবেতাপূর্বজনকান্যারাদুপকারি কানি"—অর্থ সংগ্রহঃ)।

২০. দর্শপূর্ণ মাস, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের বিধি সমূহ পূর্ণাঙ্গ; এইগুলি আদর্শ বিধি (প্রকৃতি)। সৌর্য, বায়ব্য, শ্যেন, ঐন্দ্রাগ্ন প্রভৃতি যজ্ঞের বিধিগুলি পূর্ণাঙ্গ নহে, আদর্শ যজ্ঞগুলি হইতে ইহাদের পার্থক্যগুলিই 'বিকৃতি' বিধিতে নির্দিষ্ট থাকে।

২১. 'দর্বি সাধনে হোম ভেদ'—বাচস্পত্যম্ (৫) 'দর্বি' শব্দের অর্থ হাতা বা দীর্ঘ চামচ (Ladle)। যে হোম দর্বির সাহায্যে করণীয় তাহাই দর্বি হোম (দর্ব্যাঃ হোমঃ)।

নিন্দা বা প্রশংসার মধ্যে যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া যে বাক্য বিধির পোষকতা করে তাহাকে অর্থবাদ বলা হয়।[২২]

ইহা (অর্থবাদ) তিন প্রকার—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ।[২৩]

'আদিত্যোযূপঃ' আদিত্যই যূপ ইহা গুণবাদের দৃষ্টান্ত। ইহাতে অন্য প্রমাণের বিরোধী অর্থ প্রকাশিত হইতেছে (আদিত্য ও যূপ দুইটি সম্পূর্ণই পৃথক বস্তু, আদিত্য যে যূপ হইতে পারেন ইহার কোন পূর্ব প্রমাণ নাই ; 'যজমানঃ প্রস্তরঃ' (আস্তরণ কুশ) অর্থাৎ যজমানই উপবেশন যোগ্য কুশাসন, এই বাক্য দুইটির লক্ষণা ইহাই যে আদিত্য (সূর্য) যূপের মতই এবং যজমানই উপবেশনের জন্য কুশাসনের মতই। (এখানে শব্দের মুখ্যার্থ সাদৃশ্য সম্বন্ধকে 'গুণ' অভিধা দেওয়া হইয়াছে, গুণবাদের এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে)। যে স্থলে অন্য প্রমাণের দ্বারা সাধিত অর্থ ব্যবহৃত হয় তাহাকে অনুবাদ বলে,—যথা 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্' (অগ্নি শীত নিবারণ করিয়া থাকে)।[২৪] (অগ্নি শীত নিবারণ করে, ইহার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না এই বাক্যটিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ)। ভূতার্থবাদের প্রয়োগ ক্ষেত্রে বাক্যের পদগুলির মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধ থাকে না (যেমন গুণবাদের বেলায় বিরোধ থাকে), তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব থাকে ; যেমন 'ইন্দ্র বৃত্রায় বজ্রমুদ্যচ্ছাতি' ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন (এই বাক্যে কোন পরস্পর বিরোধী ভাব না থাকিলেও ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। তথাপি ইহা অবিশ্বাস করারও কারণ নাই ; কারণ ইহা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা বিরুদ্ধতা রহিত)। অতএব ইহা বলা হইয়া থাকে যে অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধযুক্ত বাক্য গুণবাদ। অন্য প্রমাণের দ্বারা যে বাক্যার্থ অবধারিত হইয়াছে তাহা অনুবাদ। যেখানে অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ নাই অথচ প্রত্যক্ষ প্রমাণও নাই বা এই প্রমাণের আবশ্যকতাও নাই তাহাই ভূতার্থবাদ। (অতএব অর্থবাদ তিন প্রকার হইল গুণবাদ, অনুবাদও ভূতার্থবাদ)।

---

২২. প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতর পরং বাক্যং অর্থবাদ ঃ—অর্থসংগ্রহঃ।

২৩. এই শ্রেণী বিভাগ কুমারিল ভট্ট সম্মত।

২৪. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণম্ (৩।১।৫।৪)

তিনপ্রকার অর্থবাদই বিধি বাক্যের পরিপোষক হইলে 'ভূতার্থবাদ' নিজ প্রতিপাদ্য অর্থেও প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হয়। দেবতাধিকরণ ন্যায়[২৫] অনুসারে প্রমাণ বলিতে তাহাই বুঝায় যাহা অজ্ঞাত বিষয়ের বোধক হইবে ও বাধিত (অসৎ বা ভ্রান্ত) বিষয়ের বোধক হইবে না। গুণবাদের বিষয়টি বাধিত (আদিত্যো যূপঃ এই বাক্যটি বাধিত, কারণ আদিত্য বা সূর্য ও যূপের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ আছে। আবার অনুবাদের বিষয়টি অজ্ঞাত-জ্ঞাপক নহে, অগ্নি হিমনাশক ইহা সকলেরই জানা আছে)।

সুতরাং ভূতার্থবাদ স্বকীয়ার্থেই তাৎপর্য রহিত নহে এই জন্য তাহার প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না। এই পর্যন্ত অর্থবাদ পর্যালোচিত হইল। বেদান্ত বাক্য কিন্তু বিধি বা অর্থবাদ উভয় হইতেই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হইয়াও যেহেতু ইহা কোন অনুষ্ঠানের প্রতিপাদক নহে এইজন্য ইহাকে বিধি বলা চলে না। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস প্রভৃতি ষড়্বিধ তাৎপর্য নির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্ম জীবের পরম-পুরুষার্থ (অর্থাৎ পরম অভীষ্ট এবং পরম জ্ঞানও আনন্দাত্মক)। (পারিভাষিক অর্থে) কোনরূপ বিধির আশ্রয় না লইয়াও বেদান্ত বাক্যে উপদিষ্ট অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারাই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয়। এই স্বতঃ প্রমাণভূত বেদান্ত-বাক্য বিধির অংগ নহে যদিও বিধিই প্রকারান্তরে ইহার অংগ। কারণ যে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয় না সেই চিত্তশুদ্ধির কারণ হিসাবেই নিষ্কাম বিধি পরম্পরায় ব্রহ্ম জ্ঞানের সহায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই প্রাধান্য থাকায় বেদান্ত বাক্যকে বিধিশেষ রূপে অর্থবাদ বলা যায় না। অতএব, বেদান্ত বাক্য বিধিও অর্থবাদ হইতে পৃথক। এই বেদান্ত বাক্যকে কখনও কখনও যে বিধি বলা হয় তাহার কারণ এই যে ইহা অজ্ঞাত-ব্রহ্মের জ্ঞাপকতা বিধান করে।

কিন্তু—যেহেতু ইহা বিধি বোধক লিঙাদির প্রয়োগ রহিত সেইজন্য (স্বর্গ কামো যজেত, এই বিধি বাক্যে লিঙের প্রয়োগ আছে), বিধি রহিত প্রমাণ বাক্য হিসাবে কেহ কেহ ইহাকে ভূতার্থ-বাদও বলিয়া থাকেন।

২৫. ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য (১।৩।২৬)

এইরূপ বলিলেও দোষ হয় না। অতএব এইভাবে ব্রাহ্মণের তিনটি অংশ (বিধি, অর্থবাদ ও বেদান্ত বাক্য) নিরূপিত হইল।

বেদের দুইটি কাণ্ড—কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড।[২৬] বেদ—ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষদায়ক (এই চারিটিকেই পুরুষার্থ বলা হয়)। তিন প্রকার যজ্ঞ বিধান হেতু এই বেদ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনভাগে বিভক্ত (এইজন্য বেদের অপর নাম ত্রয়ী)। ঋগ্বেদে হোতৃ প্রয়োগ, যজুর্বেদে অধ্বর্যু প্রয়োগ ও সামবেদে ঔদ্গাত্র প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে।[২৭]

অথর্ববেদে যজ্ঞ (শ্রৌতকর্ম) বিহিত হয় নাই, তবে ইহাতে শান্তিক, পৌষ্টিক ও অভিচারাদি কর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২৮]

প্রতিটি বেদের নানা শাখা[২৯] আছে, এক এক শাখায় এক এক রূপে

২৬. ব্রহ্মকাণ্ডকেই জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা আরণ্যক ও উপনিষদ বুঝিতে হইবে।

২৭. যিনি যজ্ঞে দেবতাকে আহ্বান করেন তিনি হোতা (হোতৃ', যিনি অগ্নিতে আহুতি দিবেন তিনি অধ্বর্যু, যিনি সাম গান করিবেন তিনি উদ্গাতা। সকলের কর্ম পরিদর্শনের জন্য প্রধান ঋত্বিককে ব্রহ্মা বলা হইত, ইঁহাকে তিন বেদেই পারদর্শী হইতে হইত। বেদবাক্যের নামান্তর ব্রহ্ম এই জন্য ইহার কর্তব্যের নির্দেশকে ব্রাহ্ম-প্রয়োগ বলা হইতেছে। যজমান প্রয়োগের অর্থ যজমানের কর্তব্য (দ্রঃ—যজ্ঞকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

২৮. আপদ শান্তির জন্য যে কর্ম তাহা শান্তিক, পুষ্টির জন্য যে কর্ম তাহা পৌষ্টিক, যাদু বিদ্যা বা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি অভিচার কর্ম, শত্রুনাশ প্রভৃতির জন্য এই ক্রিয়া প্রযোজ্য। এইগুলি অথর্ব কর্ম বিধায় এইবেদ অথর্ব আখ্যা পাইয়াছে। অথর্ব বেদের মন্ত্রগুলি যে ঋক্ ও সাম মন্ত্র তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অথর্ববেদকে সাধারণভাবে ঋগ্বেদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

২৯. বিভিন্ন গোষ্টীর মধ্যে প্রচলিত থাকায় একই সংহিতার 'পাঠ' অল্প বিস্তর পরিবর্তিত হইয়াছিল। বর্তমানে যেরূপ একটি বিশেষ গ্রন্থের স্থান বিশেষের পাঠ ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে বিভিন্নরূপ লক্ষিত হয়—এই 'পাঠভেদ' ও সেই প্রকার। ব্যাখ্যাতাদের সম্প্রদায় ভেদ জন্য এইরূপ 'পাঠভেদ' হইতে পারে। বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যাখ্যাতাদের নামানুযায়ী বিভিন্ন শাখার নাম করণ হইয়াছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের শাখান্তরীন ভেদগুলি পাঠভেদ মাত্র, ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও নহে। শৌনক কৃত চরণ-ব্যূহও পতঞ্জলির মহাভাষ্যে

বেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডে ব্যাপার ভেদ সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বা ঐক্য আছে। ব্রহ্মকাণ্ডের সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রয়োজন ভেদ জন্যই বেদের মধ্যে বিভাগগুলি রহিয়াছে।

এখন বেদের অঙ্গগুলির অর্থাৎ বেদাঙ্গের আলোচনা করা হইতেছে। বেদোক্ত উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্লুতাদি বিশিষ্ট স্বর-ব্যঞ্জন যুক্ত বর্ণগুলির যথাযথ উচ্চারণের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

'শিক্ষা' নামীয় বেদাঙ্গ শাস্ত্রে বিশুদ্ধ উচ্চারণের নির্দেশ আছে। সঠিক উচ্চারণ জ্ঞান না থাকিলে বেদের অর্থবোধ হয় না। সেইজন্য ইহাই বলা হইয়া থাকে যে সঠিক উচ্চারণহীন-মন্ত্র অশুদ্ধ, ইহাতে অর্থ-বোধে বাধা জন্মে এবং মন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শুধু তাহাই নহে, মন্ত্র অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত হইলে অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ কর্তা বা যাহার মঙ্গলের জন্য মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে তাহার নাশ হয়। ইন্দ্রনাশের জন্য এক ইন্দ্র শত্রু অশুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করায় সে নিজেই বিনষ্ট হইয়াছিল [৩০]।

—

বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বেদের শাখা কতগুলি এই বিষয়ে প্রাচীন কালে ও মতভেদ ছিল।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত সবগুলি শাখারই গ্রন্থ বা পুঁথি বর্তমানে সুলভ নহে, অনেকগুলি শাখা লুপ্ত হইয়াছে। শৌনকের মতে ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখা, পতঞ্জলির মতে একুশটি। বর্তমানে ঋগ্বেদের শাকল, শাংখায়ন ও বাষ্কল এই তিনটি শাখা প্রচলিত আছে। যজুঃ সংহিতার দুইটি ভাগ কৃষ্ণ যজুঃ ও শুক্লযজুঃ। কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতার কঠ, কপিষ্ঠল ও তৈত্তিরীয় শাখা এবং শুক্লযজুঃ সংহিতার কান্ব এবং মাধ্যন্দিন শাখা। সাম সংহিতার তিনটি শাখা কৌথুম, রাণায়নীয় ও জৈমিনীয়। অথর্ব বেদের দুইটি শাখা পিপ্পলাদ বা পৈপ্পলাদ এবং শৌনক। এখানে অপ্রচলিত শাখা-গুলির উল্লেখ করা হয় নাই।

৩০. ইন্দ্র শত্রু ত্বষ্টা 'ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্রের পূর্ব পদ উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস যুক্তরূপে) নিজে বিনষ্ট হয়। ইহার অন্তপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইলে (অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাস যুক্তরূপে) ইহার অর্থ হইত, ইন্দ্রের শত্রুর বৃদ্ধি হউক, অর্থাৎ ত্বষ্টার মঙ্গল হউক। পূর্ব

এই 'শিক্ষা' শাস্ত্র চারিবেদের জন্যই প্রয়োজনীয় (এবং ইহা সংখ্যায় একটি)। "এখন 'শিক্ষা' বিবৃত হইবে"—ইহার আরম্ভ এইভাবে করা হইয়াছে। পাঁচটি ভাগ বা খণ্ডে ইহা পাণিনি কর্তৃক রচিত হইয়াছে। প্রতিটি বেদের অর্থ-বোধ সুগম করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুনি কর্তৃক 'প্রতিশাখ্য' নামীয় গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে।[৩১]

বৈদিক পদ সমূহের ব্যুৎপত্তি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ বিভিন্ন পদযুক্ত সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থবোধের জন্যই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রয়োজন। 'বৃদ্ধিরাদৈজ্' ইত্যাদি সূত্র সমন্বিত আটটি অধ্যায়ে ইহা মহেশ্বরের (মহাদেব বা শিব) প্রসাদে ভগবান (মহাবুদ্ধিমান) পাণিনি প্রকাশ করেন (অর্থাৎ রচনা করেন)। অতঃপর মুনি কাত্যায়ন পাণিনি সূত্রগুলির ব্যাখ্যা বা বার্তিক রচনা করেন। ভগবান (মহাধীশক্তিশালী) পতঞ্জলি মুনি এই বার্তিকের ব্যাখ্যা করিয়া 'মহাভাষ্য' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এইজন্য (পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি) এই ত্রিমুনি কর্তৃক

পদ অশুদ্ধভাবে উচ্চারণের অর্থ এই হইয়াছিল যে 'ইন্দ্ররূপ শত্রু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক'; ফলতঃ তাহাই হইয়াছিল, ইন্দ্রের লাভ হইয়াছিল; এবং যজ্ঞ কারীর নিজেরই ক্ষতি হইয়াছিল। এই কাহিনীটি শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৬।৩) ও তৈত্তিরীয় সংহিতাতে (২।৪।১২।১) পাওয়া যায়।

৩১. 'বর্ণস্বরাদ্যুচ্চারণ প্রকারো যত্রোপদিশ্যতে-সা শিক্ষা'—সায়ণঃ; শিক্ষা শাস্ত্র বস্তুতঃ শব্দ-বিজ্ঞান। মধুসূদন এখানে যে পাণিনি রচিত শিক্ষা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মূলতঃ ঋক্ ও যজুর্বেদীয় শিক্ষা। সামবেদ ও অথর্ব বেদের জন্য যথাক্রমে নারদ শিক্ষা ও মান্ডূক শিক্ষা নামে দুইটি গ্রন্থ প্রচারিত আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ অধ্যয়নের জন্য ব্যাসশিক্ষার ও যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষার প্রচার আছে। বেদের সংহিতা পাঠকে ভাঙ্গিয়া পদ পাঠের রীতি আছে (সংহিতা পাঠ-অগ্নিমীলে পুরোহিতং, পদ পাঠ—অগ্নিম্। ঈলে। পুরঃ হিতম্), এই সংহিতা পাঠের সঙ্গে পদ পাঠের সম্পর্ক দেখাইবার জন্য 'প্রতিশাখা' এর উদ্ভব হয়; এই 'প্রতিশাখা' শাস্ত্র সম্ভবতঃ আদি শিক্ষাশাস্ত্র। পৃথক পৃথক সংহিতার পৃথক পৃথক প্রতিশাখ্য আছে, যথা ঋগ্বেদীয় শাকল প্রতিশাখ্য, সাম বেদীয় সাম প্রতিশাখ্য; কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্য, শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয় প্রতিশাখ্য; অথর্ববেদীয়—অথর্ববেদ প্রতিশাখ্য ও শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা প্রভৃতি।

রচিত বেদাঙ্গস্বরূপ এই ব্যাকরণ শাস্ত্র মাহেশ্বর নামে আখ্যাত হয় (যেহেতু মহেশ্বরের কৃপায় পাণিনি ইহা প্রথমে অধিগত করেন)। কৌমারাদি, (ঐন্দ্র, চান্দ্র, শাকাটায়ন, স্ফোটায়ন, পৌস্কর, সারস্বত প্রভৃতি) ব্যাকরণ বেদাঙ্গরূপে পরিগণিত হয় না, তবে লৌকিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্য এই ব্যাকরণগুলি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়া থাকে।[৩২]

এইভাবে 'শিক্ষা' ও ব্যাকরণ হইতে শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর বৈদিক মন্ত্রপদ সমূহের অর্থবোধ প্রয়োজন। এই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমগ্র বেদ হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া ভগবান (অতিশয় ধীশক্তিশালী) যাস্ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সকল পদকে নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গ এই চারি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রতিটি পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কোন একটি মন্ত্রের অর্থ ইহা কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার উপর নির্ভর করে, ইহার জন্য মন্ত্রের সমুদয় প্রদত্ত বাক্যগুলির সম্যগ্ বোধগম্যতার সবিশেষ প্রয়োজন (নতুবা কর্মপণ্ড হইবার সম্ভাবনা)। নিরুক্তের সহায়তা ব্যতীত 'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু'[৩৩] এইরূপ দুরূহ

৩২. পাণিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রবর্তক নহেন। তাঁহার "অষ্টাধ্যায়ী" গ্রন্থেই প্রায় চৌষট্টি জন প্রাচীন বৈয়াকরণের উল্লেখ আছে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পাণিনি শুধু বৈদিক শব্দ লইয়া আলোচনা করেন নাই। অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে অজস্র লৌকিক শব্দেরও আলোচনা আছে। পণ্ডিত প্রবর থিওডোর গোল্ডস্টুকরের (১৮২১—১৮৭২) মতে পাণিনি খ্রীষ্ট পূর্ব নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণভাবে গৃহীত মত এই যে পাণিনি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

৩৩. ঋগ্বেদের এই সম্পূর্ণ সূক্তটি এইরূপ—'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু নৈতোশেব তুর্ফরী ফর্ফরীকা। উদন্যজেব জেমনা মদেরূ তা মে জরায়্বজরং মরায়ু।' ("অংকুশ তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করিয়া শত্রু-সংহার কর। শত্রু নিধন কারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদীর্ণ কর ও বধ কর। তোমরা এমনই নির্মল যেন জলমধ্যে জন্মিয়াছ। তোমরা বলবান ও জয়-শীল। সেই তোমরা আমার মরণশীল দেহকে পুনর্বার যৌবনাবস্থা দান কর" (১০।১০৬।৬, রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ)।

বেদমন্ত্রাদির অর্থবোধের জন্যই "নিরুক্ত" গ্রন্থের প্রয়োজন।[৩৪] বৈদিক দ্রব্য ও দেবতাদির পরিচয়-দায়ক নিঘন্টু নামক পঞ্চাধ্যায় যুক্ত গ্রন্থও নিরুক্তের অন্তর্ভুক্ত। ইহাও মহাপণ্ডিত যাস্ক রচিত।[৩৫]

ঋকবেদের ঋকগুলি পাদবন্ধ ও ছন্দ বিশিষ্ট। এই ছন্দজ্ঞানের অভাব শুধু শ্রুতি-হানিকরই নহে, এই জ্ঞানের অভাবে মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগ বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ

---

৩৪. যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থটিতে প্রায় ৬০০টি বেদমন্ত্র হইতে সঙ্কলিত ২৫০০ বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা আছে। মধুসূদন দ্বারা উল্লিখিত ১৩টি অধ্যায়ের মধ্যে একটি অধ্যায় পরিশিষ্ট স্বরূপ, বহু পণ্ডিতের মতে এই অধ্যায়টি পরবর্তী কালীন। নিরুক্তের অধ্যায় গুলির প্রতিটি আবার নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গ এই চারিটি পাদে বিভক্ত। নিরুক্তের মূল বিভাগ বা কাণ্ড তিনটি নৈঘন্টুক, নৈগম ও দৈবত। প্রথম দুই কাণ্ডে ৩টি করিয়া অধ্যায় আছে, দৈবত কাণ্ডে ছয়টি অধ্যায় আছে। দৈবত কাণ্ডে দেবতা সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে। নিরুক্ত শব্দটির ব্যুৎপত্তি গত অর্থ হইল খুলিয়া বলা। ব্যাকরণ একটি বৈদিক পদকে শব্দ হিসাবে বিচার করিয়া থাকে, নিরুক্তের কাজ হইল পদটির অর্থ বিচার। বেদার্থ নিরূপনে নিরুক্ত ও ব্যাকরণ পরস্পরের পরিপূরক। যাস্কের নিরুক্তে ঔর্ণবাভ, শাকটায়ন, শাকল্য, গর্গ প্রভৃতি প্রাচীন নৈরুক্তদের উল্লেখ আছে. তবে তাঁহাদের গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। যাস্ক বেদের প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকার রূপে পরিচিত হইলেও তিনি যে প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ইহাতে সন্দেহ নাই। যাস্ক খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী অথবা উহারও পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—পণ্ডিতেরা এইরূপ মনে করেন।

৩৫. নিঘন্টু বৈদিক শব্দ-সংগ্রহ। নিরুক্ত এই নিঘন্টুর ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। যাস্ক রচিত নিঘন্টুর তিনটি কাণ্ড অন্যদিকে ইহাতে পাঁচটি অধ্যায়। প্রথম তিনটি অধ্যায় লইয়া নৈঘন্টুক কাণ্ড, ইহাতে একার্থবাচক শব্দগুলির অর্থ দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঐকপদিক বা নৈগম কাণ্ডে অনেকার্থ বাচক শব্দগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। পঞ্চম অধ্যায় বা দৈবত শুধু বৈদিক দেবতাদের নামের সংগ্রহ। নিঘন্টু নিঃসন্দেহে নিরুক্ত অপেক্ষা প্রাচীনতর সঙ্কলন। কালক্রমে অন্যঋষিগণ রচিত নিঘন্টু বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাস্ক রচিত নিঘন্টু প্রচলিত আছে। কোন কোন বেদবিদ পণ্ডিত মনে করেন যে যাস্কের নামে প্রচলিত নিঘন্টু গ্রন্থটি যাস্কের রচনা নহে, ইহা যাস্ক অপেক্ষাও প্রাচীন কোন বেদবিৎ পণ্ডিতের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল।

ছন্দ জ্ঞান প্রদানের জন্য ভগবান (মহামনীষী) পিঙ্গল ছন্দ-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।[৩৬] এই ছন্দশাস্ত্রে ধী, শ্রী, স্ত্রী ইত্যাদি আটটি অধ্যায় আছে। এই গ্রন্থের (ছন্দঃ সূত্রম্) 'অথ অলৌকিকম্' এই শেষ বাক্যযুক্ত তিনটি অধ্যায়ে গায়ত্রী, উষ্ণীক্, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি ও জগতী এই সাত প্রকার ছন্দ অবান্তর ভেদ সহ আলোচিত হইয়াছে। 'অথ লৌকিকম্' এই শেষ বাক্যযুক্ত পাঁচটি অধ্যায়ে পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি লৌকিক গ্রন্থ সমূহে ব্যবহৃত ছন্দগুলি আলোচিত হইয়াছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে যেমন লৌকিক শব্দের আলোচনা করা হইয়াছে, ছন্দ শাস্ত্রেও সেইরূপ লৌকিক ছন্দগুলিকে উপেক্ষা করা হয় নাই।

বৈদিক কর্মসাধনের জন্য অমাবস্যাদি কাল নির্ণয়ের জন্য ভগবান আদিত্যও গর্গ প্রভৃতি ঋষিরা জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহা বহু প্রকার।[৩৭]

কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন শাখা আছে। বৈদিক কর্মানুষ্ঠানাদি ব্যাখ্যা করার জন্য কল্প-সূত্রগুলি রচিত।[৩৮] এইগুলি প্রয়োগ হিসাবে তিন প্রকার (হোত্র, আধ্বর্য, ঔদ্গাত্র)। হোত্র প্রয়োগ (কল্প) আশ্বলায়ন

৩৬. শাকল প্রতিশাখ্য, সামবেদের নিদান সূত্র, শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও বিভিন্ন অনুক্রমণিকা গুলিতেও বৈদিক ছন্দ আলোচিত হইয়াছে।

৩৭. যজ্ঞানুষ্ঠানকারী অর্থাৎ ঋত্বিকের পক্ষে অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর প্রভৃতির জ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান লাভের জন্যই জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। জ্যোতিষ শব্দটি আদিত্য (সূর্য) জ্যোতিঃ হইতে ব্যুৎপন্ন। বৈদিক-সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের নানাস্থানে জ্যোতিষিক আলোচনা আছে।

৩৮. বেদোক্ত যজ্ঞের প্রয়োগ বিজ্ঞান এবং যজ্ঞ-ভাবনার আদর্শে সমাজ ও জীবনকে পরিপুষ্ট করাই কল্প শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। 'ব্রাহ্মণ'ই কল্প সূত্রের উৎস, এইগুলি সূত্রাকারে রচিত। এই কল্প শাস্ত্রকে সাধারণ ভাবে শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্ব এই চারিভাগে ভাগ করা যায়। ১. শ্রৌত সূত্রে চৌদ্দটি প্রধান বৈদিক যজ্ঞ প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ২. গৃহ্য সূত্রে প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠেয়-গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত নানাবিধ 'সংস্কার' কর্মের ব্যাখ্যা আছে। ৩. ধর্ম সূত্রে সমাজ স্থিতির উদ্দেশ্যে মানুষের আচরণ কিরূপ হইবে তাহার ব্যাখ্যা

ও শাংখায়নাদি প্রণীত। আধ্বর্য প্রয়োগ (কল্প) বোধায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়নাদি রচিত। ঔদ্গাত্র প্রয়োগ (কল্প) লাট্যায়ন দ্রাহ্যায়নাদি প্রণীত।

আছে। সমাজকে স্থিতিদান বা ধরিয়া থাকার জন্য এই প্রকার শাস্ত্রকে ধর্ম সূত্র বলা হইয়াছে। শুল্ব সূত্রে যজ্ঞ বেদির পরিমাণ ইত্যাদির বিধি আছে। শুল্ব সূত্র জ্যামিতি বিদ্যার আদিরূপ। কল্প সূত্র গুলি কোন না কোন একটি বিশেষ বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট।

মধুসূদন বর্ণিত আশ্বলায়ন ও শাংখায়ন শ্রৌত সূত্র ঋগ্বেদ সম্পৃক্ত। ঋগ্বেদে হোত্র প্রয়োগ বিহিত ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। ঋগ্বেদের গৃহ্য সূত্র দুইটিও আশ্বলায়ন ও শাংখায়ন রচিত।

আধ্বর্য প্রয়োগ যজুর্বেদ বিহিত। যজুর্বেদীয় বোধায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন সূত্র মধুসূদন কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রথম দুইটি কৃষ্ণ ও শেষটি শুক্ল যজুর্বেদীয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শাখায় 'বৈখানস' নামেও একটি শ্রৌত সূত্র পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদীয় গৃহ্য সূত্রগুলির নাম—বোধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্য কেশী এবং বৈখানস গৃহ্য সূত্র। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শাখায় বোধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্য কেশী ও বৈখানস ধর্ম সূত্র ও বোধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী, কাঠক, মানব ও বারাহ শুল্ব সূত্র আছে। শুক্ল যজুর্বেদীয় কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই শাখায় পারস্কর নামে গৃহ্য সূত্র ও কাত্যায়ন শুল্ব সূত্র পাওয়া যায়।

সাম বেদীয় বা ঔদগাত্র প্রয়োগের জন্য তিনটি শ্রৌত সূত্র পাওয়া যায় আর্ষেয়, লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ন শ্রৌত সূত্র। শেষোক্তটি রানায়নীয় শাখা ভুক্ত। সামবেদীয় গৃহ্য সূত্রগুলির নাম গোভিল, খাদির ও জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র।

সামবেদীয় ধর্ম সূত্রটি গোতম ধর্ম সূত্র নামে পরিচিত। সামবেদীয় শুল্ব সূত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

অথর্ববেদীয় সূত্রগুলির নাম বৈতান সূত্র (শ্রৌত) ও কৌশিক গৃহ্যসূত্র।

বৈদিক সংহিতার সূচী রূপে অনুক্রমণী নামে এক জাতীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই অনুক্রমণী যাঁহারা সঙ্কলন করেন তাঁহারা সম্ভবতঃ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে কালক্রমে সংহিতা গুলির মধ্যে অর্বাচীন মন্ত্র ঢুকিয়া পড়িবে এবং পরবর্তী কালে ইহা দ্বারা সংহিতাগুলি দূষিত হইয়া যাইবে, আসল নকলের ভেদ ধরিতে পারা যাইবেনা। এই সম্ভাবনা রোধ করার জন্য ইঁহারা সংহিতা গুলির মন্ত্রের আদ্যাক্ষর, মন্ত্রের সংখ্যা, ছন্দের নাম, মন্ত্র রচক ঋষির নাম, উদ্দিষ্ট দেবতাদির নাম প্রভৃতি অনুক্রমণী গ্রন্থে সঙ্কলিত করিয়া যান। ইহাতে

এইরূপে ছয়টি বেদাঙ্গের স্বরূপ ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হইল। এখন বেদের চারিটি উপাঙ্গের কথা বলা হইতেছে।[৩৯]

ইহাদের একটি হইতেছে ভগবান বাদরায়ণ (মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস) রচিত পুরাণ সমূহ। এই পুরাণগুলি সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত প্রভৃতি প্রতিপাদক (অর্থাৎ এই বিষয়গুলি পুরাণ হইতে জানিতে পারা যায়)। এই অষ্টাদশ পুরাণ হইতেছে ব্রাহ্ম (ব্রহ্ম), পাদম (পদম), বৈষ্ণব (বিষ্ণু), শৈব (শিব) শৈব, ভাগবত, নারদীয় (নারদ) মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয় (অগ্নি), ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈংগ (লিঙ্গ), বারাহ (বরাহ), স্কান্দ (স্কন্দ), বামন, কৌর্ম (কূর্ম), মাৎস্য (মৎস্য,), গারুঢ় (গরুড়) ও ব্রহ্মান্ড।[৪০]

উপপুরাণগুলি সংখ্যানুসারে এইরূপ (১) আদ্য পুরাণ (সনৎ কুমার প্রণীত,) (২) নারসিংহ (৩) নান্দ (নন্দ) (৪) শিবধর্ম (৫) দৌর্বাস (দুর্বাসা প্রণীত (৬) নারদীয় (৭) কাপিল (কপিল) (৮) মানব (৯) উশনস (উশনা প্রণীত) (১০) ব্রহ্মান্ড (১১) বরুণ (১২) কালী (১৩) শাম্ব (১৪) বাশিষ্ঠ

সংহিতা গুলির বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হইয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থ গুলির মধ্যে কাত্যায়ন রচিত 'সর্বানুক্রমণী' সমধিক প্রসিদ্ধ। ঋকসংহিতার শৌনক রচিত অনুক্রমণীও প্রসিদ্ধ । এতদ্ব্যতীত সামসংহিতার দুইটিও যজুঃ সংহিতার তিনটি ও অথর্ব সংহিতার একটি অনুক্রমণী আছে।

৩৯. পূর্বেই পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম শাস্ত্র বেদের যে এই চারটি উপাঙ্গ ইহা বলা হইয়াছে।

সর্গ (সৃষ্টি), প্রতি সর্গ (প্রলয় ও তাহার পর নব সৃষ্টি) বংশ (দেবতা ও ঋষিদের বংশ তালিকা) মন্বন্তর (চৌদ্দজন মনুর শাসন বিবরণ), বংশানুচরিত (রাজগণের বংশাবলী) পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ। এই পাঁচটি লক্ষণ অমর কোষ, বায়ু ও মৎস্য পুরাণ সম্মত।

৪০. বিষ্ণু পুরাণে এই অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্য ও নারদ পুরাণে শিবপুরাণ স্থলে বায়ু পুরাণের নাম আছে। আধুনিক পণ্ডিতেরাও বায়ু পুরাণকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম মনে করেন।

লিঙ্গ (১৫) সৌর (১৬) পরাশর, (১৭) মারীচ (১৮) ভার্গব (ভাস্কর বা সূর্য)[৪১]

(বেদের প্রথম উপাঙ্গ পুরাণের কথা বলা হইল, এইবার দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে)। পঞ্চঅধ্যায় যুক্ত ন্যায় বা আন্বীক্ষিকী[৪২] (মহর্ষি) গোতম কর্তৃক প্রণীত। প্রমাণ, প্রমেয় (জ্ঞানের বিষয়) সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি-(নিষ্ফল আপত্তি) নিগ্রহ (বাদ বিবাদে পরাজয়ের স্থান) এই ষোলটি বিষয়ের জ্ঞানলাভের জন্য ইহাদের সংজ্ঞা, লক্ষণ ও পরীক্ষা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়।

বৈশেষিক শাস্ত্র কণাদ কর্তৃক প্রণীত। ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় (ইহারা ভাবাত্মক)। অন্য একটি বস্তু অভাব[৪৩]। ছয়টি ভাবাত্মক বস্তু ও অভাব—এই সাতটি বস্তুর পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বুঝাইয়া দেওয়াই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বৈশেষিক (দর্শন) ন্যায় শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।

---

৪১. সম্ভবতঃ স্কন্দ পুরাণের সুতসংহিতান্তর্গত শিব মাহাত্ম্য খন্ড হইতে মধুসূদন অষ্টাদশ উপপুরাণের তালিকামূলক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রদত্ত উপপুরাণের তালিকাগুলির মধ্যে ঐক্য নাই। স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে এই গুলি উপপুরাণ (১) সনৎকুমার (২) নরসিংহ (৩) বায়ু (৪) শিবধর্ম (৫) আশ্চর্য (৬) নারদ (৭) নন্দিকেশ্বর (৮) উশনস (৯) কপিল (১০) শাম্ব (১১) কালিকা (১২) মহেশ্বর (১৩) কল্কি (১৪) দেবী (১৫) পরাশর (১৬) মরীচি (১৭) ভাস্কর বা সূর্য (১৮) বরুণ। আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন, যে উপপুরাণের সংখ্যা শতাধিক। মধুসূদন কর্তৃক উল্লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে।

৪২. ন্যায়—'নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থ সিদ্ধিরনেন' (বাদীর বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি যদ্দারা লাভ করা যায় তাহাই ন্যায়)। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান এবং শাস্ত্রাদি অনুশীলনের পর অনুমান, প্রমাণ ও যুক্তিমূলক মননকে 'অন্বীক্ষা' বলা হয়। এই অর্থে অন্বীক্ষা শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা "আন্বীক্ষিকী" শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থ বস্তুতঃ বাস্তব পদার্থ নহে, এইগুলিই হইতেছে ন্যায়দর্শনের বিচারের বিষয়।

৪৩. অভাব বলিতে সর্বপ্রকার নেতিবাচক বস্তু বুঝিতে হইবে।

বেদের তৃতীয় উপাংগ হইতেছে মীমাংসা ও শারীরক মীমাংসা। কর্ম মীমাংসা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।[৪৪] 'অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা' এই বাক্য দ্বারা কর্মমীমাংসা গ্রন্থের সূচনা। ইহা ভগবান জৈমিনী প্রণীত। বারটি অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—(১) ধর্ম প্রমাণ (২) ধর্ম ভেদাভেদ (৩) শেষাশেষি বিভাগ (৪) ক্রত্বর্থ পুরুষার্থভেদ দ্বারা প্রযুক্তি বিশেষ (৫) ক্রমভেদ (৬) অধিকারী বিশেষ (৭) সামান্যাতিদেশ (৮) বিশেষাতিদেশ (৯) উহ (১০) বাধ, (১১) তন্ত্র ও (১২) প্রসংগ। জৈমিনী স্বয়ং সংকর্ষণ কাণ্ডও চারি অধ্যায় সহ রচনা করিয়াছেন।[৪৫] ইহা দেবতাকাণ্ড সংজ্ঞা দ্বারাও খ্যাত। ইহাকে কর্ম মীমাংসা দর্শনের অন্তর্গত রাখার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে উপাসনা রূপ

৪৪ মীমাংসা দর্শনের দ্বাদশ অধ্যায়ের বিবরণ (১ম) ধর্ম-প্রমাণ-ধর্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মের লক্ষণ, বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ (২য়) যাগ-যজ্ঞাদির প্রভেদ ও নানাত্ব (৩য়) যাগ-যজ্ঞাদির অংগ প্রধান ভাবনা নির্ণয় (৪র্থ) যজ্ঞকারীর গুণ ও রীতি (৫ম) যজ্ঞাদিকর্মের ক্রম-নির্ণয় (৬ষ্ঠ) অধিকারী নির্ণয় (৭ম) সামান্যতঃ একধর্মের অন্যত্র আরোপ (৮ম) বিশেষাতিদেশ বাক্যের মীমাংসা—অমুক অমুক কর্মের ন্যায় করিতে হইবে ইহাই বিশেষাতিদেশ (৯ম) উহ বিচার; মন্ত্রাদিতে অপ্রাপ্ত এরূপ পদার্থের উৎপ্রেক্ষা বা উল্লেখ, উহ শব্দের ইহাই অর্থ। (১০ম) কোন দ্রব্যের নিবৃত্তি অর্থাৎ পরিহার করিতে হইবে ইহাই বাধ-বিচার (১১শ) 'অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎ প্রবৃত্তি'-ইহাই তন্ত্রতা। বহুকর্মের উদ্দেশ্যে অঙ্গীভূত এক কর্মকরণ ইহাই তন্ত্রসিদ্ধি, যেমন যজ্ঞকর্তা একসঙ্গে পাঁচটি কর্ম করিলেও একবার স্নান করিলেও চলিবে (১২শ) এককর্মের উদ্দেশ্যে অন্যকর্ম সিদ্ধিকে প্রসঙ্গ বলা হয়, যেমন ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপন করা হইলেও 'ছায়া' এমনিতেই পাওয়া যায় ইহাই প্রসঙ্গ।

৪৫. কর্মমীমাংসার ভাষ্যকার শবর স্বামী অথবা কুমারিল ভট্ট সঙ্কর্ষণ কাণ্ডের ভাষ্য করেন নাই, এইজন্য অনেকে ইহা মীমাংসা সূত্রের মধ্যে গণ্য করেন না। রামানুজাচার্য সম্প্রদায় কর্তৃক সঙ্কর্ষণ কাণ্ডের মৌলিকতা অবশ্য স্বীকৃত। আচার্য রামানুজ সঙ্কর্ষণ কাণ্ডের চারি অধ্যায়, কর্মমীমাংসা সূত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ের সহিত যুক্ত করিয়া বলিয়াছেন 'সংহিতং শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শ লক্ষণেন' ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যম্—জিজ্ঞাসাধিকরণম্)। প্রকীর্ণ বেদবাক্যসমূহ একত্রীকরণ ইহাই 'সঙ্কর্ষণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

কর্মের আলোচনা আছে। মীমাংসা দর্শনের দ্বিতীয় অংশ শারীরক মীমাংসা চারিটি অধ্যায় যুক্ত[৪৬]। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই বাক্য দ্বারা ইহার সূচনা এবং এবং 'অনাবৃত্তিঃ' শব্দাৎ' এই বাক্য দ্বারা ইহার উপসংহার করা হইয়াছে। এই শাস্ত্রে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভিন্নতা ও কিভাবে বেদাদি শ্রবণ অধ্যয়নাদি দ্বারা জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে বা ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা লাভ করে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান বাদরায়ণ এই শাস্ত্র প্রণেতা। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকল প্রকার বেদান্ত বাক্যের বা দর্শনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আলোচ্য বিষয় হইতেছে সর্বজ্ঞ, সর্ব সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের বেদবর্ণিত বিশেষ লক্ষণ বা বিশেষত্ব-গুলি (যাহা সহজেই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব) আলোচিত্ হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে উপাস্য ব্রহ্মের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে ব্রহ্মের অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য লক্ষণ, যেগুলি অবশ্য প্রায়শঃই জ্ঞানগম্য সেইগুলি আলোচিত হইয়াছে। এইরূপে প্রথম অধ্যায়ের তিনটি পাদে (ভাগে) 'বাক্য বিচার' করা হইয়াছে। এই অধ্যায়েরই চতুর্থপাদে 'অব্যক্ত' 'অজা' ইত্যাদি অস্পষ্ট বা সন্দেহযুক্ত শব্দগুলির বিশদ ব্যাখ্যা বিশেষ ভাবে করা হইয়াছে।

৪৬. শরীরক শব্দের অর্থ জীব। জীবের ব্রহ্মত্ববিচার আছে এইজন্য এই শাস্ত্রকে শারীরক-মীমাংসা বলা হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মই শারীরক মীমাংসার মূল প্রতিপাদ্য এইজন্য বাদরায়ণ রচিত শারীরক মীমাংসা "ব্রহ্মসূত্র" নামেই সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য বেদান্ত দর্শনের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহা "শারীরক ভাষ্য" নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈত মতাবলম্বী সন্ন্যাসী ছিলেন সম্ভবতঃ এইজন্যই তিনি ব্রহ্মসূত্রের পরিবর্তে "শারীরক মীমাংসা" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন পন্থী পন্ডিতেরা মনে করেন যে বাদরায়ণ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামান্তর। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে বেদব্যাস ও বাদরায়ণ পৃথক ব্যক্তি।

এইরূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্মৃতি[৪৭] তর্ক প্রভৃতি শাস্ত্রের সম্ভাব্য বিরোধী মতগুলি আলোচনা ও তদ্দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে বেদান্তের নিজস্ব মতটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। (এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের) প্রথম পাদে সাংখ্য, যোগ, কণাদ ও গৌতমের (অর্থাৎ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের) উপস্থাপিত যুক্তিগুলি আলোচনা দ্বারা খণ্ডন করিয়া বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যাদিমতের ত্রুটিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু কোন মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বক্তব্য তাহা উপস্থিত করিতে হয়, এইরূপ করিলেই যথার্থ বস্তুটি কি হইবে তাহা জানা যায়। (দ্বিতীয়পাদে এইভাবে সাংখ্যাদি মতকে নিরস্ত করা হইয়াছে)। অতঃপর তৃতীয়পাদের প্রথম অংশে মহাভূত[৪৮] সৃষ্টি আদি বিষয়ে যে সকল আপাতঃ বিরোধী শ্রুতি বাক্য আছে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে। এই পাদের (উত্তরপাদে) শেষভাগে জীবাত্মা সম্বন্ধে আলোচনা আছে (জীবের সূক্ষ্ম শরীর কিরূপ তাহা বিচার করা হইয়াছে)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের) চতুর্থপাদে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে বেদ বাক্যে যে আপাতঃ বিরোধ আছে তাহা নিরসন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় হইতেছে সাধন-নিরূপণ। (তৃতীয় অধ্যায়ের) প্রথমপাদে জীবের পরলোক গমনাগমনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বৈরাগ্য উৎপাদন। প্রথমপাদে দেখান হইয়াছে যে পূর্ব কৃতকর্ম অনুসারে জীব বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় ও সংসারে আসিয়া দুঃখ পাইয়া থাকে, বৈরাগ্য উৎপাদিত হইলে কর্ম-ভোগের জন্য আর জন্ম লইতে হয় না, (বৈরাগ্যই পুনর্জন্ম রোধের

৪৭. ঋষি প্রণীত শাস্ত্র স্মৃতি নামে খ্যাত, এই হিসাবে ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্র 'স্মৃতি' শাস্ত্রের পর্যায় ভুক্ত। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র।—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী (ক্ষিতি)।

উপায়)। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথমাংশে 'ত্বং' অর্থাৎ জীবের স্বরূপ ও বিষয় কি আলোচনা করা হইয়াছে। শেষাংশে 'তৎ' অথবা ব্রহ্ম কি তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তৃতীয়পাদে নিগুর্ণ ব্রহ্মবিষয়ে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা যে সকল গুণের আরোপ করিয়া থাকে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে, উপরন্তু সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মকে এইসব বিভিন্ন মতে যে সকল গুণ বা উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাহা কতদূর গ্রহণীয় তাহা বিচার করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে নিগুর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্মপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধনগুলিও শম, দম, নিদিধ্যাসন[৪৯] প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনগুলির আলোচনা ও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণ ও নিগুর্ণ বিদ্যার তুলনামূলক আলোচনা ও ইহাদের পরিণাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথমপাদে জীবন্মুক্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে; শ্রবণ, মননাদি দ্বারা নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপলব্ধির ফলস্বরূপ পাপ-পুণ্য তাহাকে (জীবকে) স্পর্শ করে না (সে পাপ পুণ্যাতীত হয়) এবং ইহলোকেই সে জীবন্মুক্তির অধিকারী হয়. (চতুর্থ অধ্যায়ের) দ্বিতীয়পাদে জীব মৃত্যুর পর কিভাবে দেহাতীত হয়, তাহা আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে বলা হইয়াছে সগুণ ব্রহ্মবিদের কোন পথে গতি হয়। চতুর্থপাদের পূর্বভাগে বলা হইয়াছে নিগুর্ণ ব্রহ্মবিদ্ কিভাবে 'বিদেহ কৈবল্য' অবস্থা প্রাপ্ত হন, চতুর্থপাদের উত্তরভাগে সগুণ ব্রহ্মবিদ কিরূপে ব্রহ্মলোকে স্থিতি লাভ করেন তাহা বলা হইয়াছে। ইহাই অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র (শারীরক মীমাংসা বা বেদান্ত) সর্বশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য শাস্ত্রগুলি হয় ইহার অন্তর্ভুক্ত অথবা পরিশিষ্ট স্বরূপ। শ্রীশঙ্করভাগবত পাদ (ভগবান্ শঙ্করাচার্য) এই শাস্ত্রের যে ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দ্বারা এই রহস্য বিদ্যার মর্মগ্রহণ করিতে হইবে[৫০]।

৪৯. শম—মন হইতে কামনা ত্যাগ, দম-ইন্দ্রিয় সংযম, নিদিধ্যাসন-ধ্যান (শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৫।৬।)

৫০. দেখা যাইতেছে যে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যাত বেদান্ত শাস্ত্র (শারীরক ভাষ্য) কেই মধুসূদন সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সাধারণতঃ

বেদের চারিটি উপাঙ্গ :—(১) পুরাণ সমূহ (২) ন্যায় আন্বীক্ষিকী (৩) কর্ম-মীমাংসা ও শারীরক-মীমাংসা (৪) ধর্মশাস্ত্র। এ পর্যন্ত প্রথম তিনটির কথা বলা হইয়াছে এইবার ধর্মশাস্ত্রের কথা বলা হইতেছে[৫১]। বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিপাদক ধর্মশাস্ত্রগুলি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সংবর্ত, শাতাতপ, পরাশর, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, আপস্তম্ব, উশনস, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, দেবল, নারদ, পৈঠিনসী প্রভৃতি (ঋষিগণ) প্রণীত। ব্যাস কৃত মহাভারত এবং বাল্মীকি কৃত রামায়ণ প্রকৃত পক্ষে ধর্মশাস্ত্র, তবে ইহারা ইতিহাস নামেই প্রসিদ্ধ। সাংখ্যাদিও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি এইগুলি পৃথকভাবে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

(অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে চারিটি উপ-বেদের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে)।

এখন উপবেদের কথা বলা হইতেছে। পর্যায়ক্রমে চারিটি বেদেরই

ষড়্-দর্শন বলিতে—মীমাংসা, বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা), ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল (যোগ) এই ছয়টি দর্শন গণ্য হয়। মধুসূদন প্রথম চারিটিকে বেদের দুইটি পৃথক উপাঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; সাংখ্য ও পাতঞ্জল তৎকর্তৃক বেদের চতুর্থতম উপাঙ্গ ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; ন্যায় বৈশেষিকও আবার তাঁহার মতে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র। মধুসূদন কৃত এই শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্যণীয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য ম্যাক্সমূলার রচিত—Six systems of Hindu philosophy গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫১. ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিটি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাদি চারিটি আশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্য যাহাতে বিহিত হইয়াছে তাহাই ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত, ইহাকে স্মৃতিশাস্ত্রও বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্য (১।১।৪-৫) মাত্র ২০ কুড়িজন ধর্মশাস্ত্র-কারের নাম করিয়াছেন, মধুসূদন উল্লিখিত দেবল, নারদ ও পৈঠিনসীর নাম ইহাতে নাই। যাজ্ঞবল্ক্য উল্লিখিত অত্রির নামটি মধুসূদনের তালিকায় নাই। বর্তমান কালে গৌতম, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, বৈখানস, নারদ, বৌধায়ন, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের নাম-যুক্ত ধর্মশাস্ত্র গুলি প্রচলিত আছে, অন্য গ্রন্থগুলি লুপ্ত হইয়াছে। পরবর্তী-কালে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের টীকা বা ব্যাখ্যাস্বরূপ বহুগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এইগুলি স্মৃতি বা নব্য-স্মৃতি নামে পরিচিত।

একটি করিয়া উপবেদ আছে। এই চারি উপবেদের অন্যতম আয়ুর্বেদ। এই আয়ুর্বেদের আটটি বিভাগ (আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গ)—(১) সূত্র, (২) শরীর (৩) ইন্দ্রিয় (৪) চিকিৎসা (৫) নিদান (৬) বিমান (৭) কল্প (৮) সিদ্ধি। ব্রহ্মা, (দক্ষ) প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ ইহাঁদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া চরক এই বিদ্যা-সঙ্কলন করেন (সংহিতা রচনা করেন)[৫২]।

অতঃপর সুশ্রুত পঞ্চাধ্যায় যুক্ত আর একটি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা

---

৫২. মধুসূদন কৃত আয়ুর্বেদের এই অষ্টাঙ্গ বিভাগ প্রকৃতপক্ষে চরক সংহিতার আটটি অধ্যায়ের নাম। আয়ুর্বেদের আটটি বিভাগ এইরূপ (১) শল্য-তন্ত্র ২। শলাক্যতন্ত্র (চক্ষু, কর্ণ, নাসা, কণ্ঠ প্রভৃতি কণ্ঠাস্থির উপরি ভাগস্থ অংশের চিকিৎসা)। (৩) কায়-চিকিৎসা (৪) ভূতবিদ্যা (মানসিক চিকিৎসা) (৫) কৌমার ভৃত্য (শিশুচিকিৎসা) (৬) অগদতন্ত্র (বিষ-পরিচয় ও তাহার চিকিৎসা) (৭) রসায়ন তন্ত্র (৮) বাজীকরণ। পূর্বাচার্যদের নিকট আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিয়া চরক তাঁহার সংহিতা রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুর্বেদের কায়চিকিৎসার অন্যতম প্রবর্তক আত্রেয় মুনি। আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশ। অগ্নিবেশের শিষ্য চরক। পণ্ডিতেরা মনে করেন "চরকসংহিতা" নামে প্রচলিত গ্রন্থটি অগ্নিবেশ রচিত গ্রন্থের (অগ্নিবেশ সংহিতার) পরিসংস্কৃত রূপ। চরক সংহিতায় আত্রেয় ও অগ্নিবেশ যথাক্রমে বক্তা ও শ্রোতা। চরকসংহিতার ৮টি বিভাগের ক্রমবিষয় এইরূপ ঃ (মধুসূদন এই ক্রম রক্ষা করেন নাই)। (১) সূত্রস্থান—খনিজ, উদ্ভিজ্জও প্রাণীজ ভেদে দ্রব্য বিজ্ঞানের পরিচয় (২) নিদানস্থান—ব্যাধির লক্ষণ ও পরিচয় (৩) বিমানস্থান —মানবদেহ ও মনের উপর মানুষের অধ্যুষিত ভূমিখণ্ডের প্রভাব বিচার ও দৈহিক ব্যাধিগুলির কারণ নির্ণয় ও তাহার প্রতীকার (৪) শারীর স্থান (মানব দেহের পরিচয়) (৫) ইন্দ্রিয়স্থান—শরীর ও মনের লক্ষণ বিচার দ্বারা দেহীর আরোগ্য বা অনারোগ্য নির্ধারণ (৬) চিকিৎসাস্থান (মানবদেহে সম্ভাব্য ব্যাধি নির্ণয় ও তাহার প্রতীকার) (৭-৮) কল্প ও সিদ্ধি—এই অধ্যায় দুইটিতে চিকিৎসকের কর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে।

চরণব্যূহ অনুসারে আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ, ইহার শল্যচিকিৎসা অংশ অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত (ঋগ্বেদস্যায়ুর্বেদ উপবেদঃ, অথর্ববেদস্য শল্য-শাস্ত্রাণি)। সুশ্রুত সংহিতার মতে আয়ুর্বেদ অথর্ব বেদান্তর্গত (ইহ খল্বায়ু-র্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব বেদস্য)।

করেন।[৫৩] এইরূপ বাগ্‌ভটাদি কৃত[৫৪] আর ও কতকগুলি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ থাকিলেও ইহারা মূলতঃ একই শাস্ত্র। কামশাস্ত্রও আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত কারণ সুশ্রুত বাজীকরণকে আয়ুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।[৫৫]

কামশাস্ত্র বিষয়ে বাৎস্যায়ন পঞ্চ অধ্যায় যুক্ত তাঁহার কামশাস্ত্র রচনা করেন।[৫৬] বিষয় বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যও কাম শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রয়োজন, যেহেতু শাস্ত্র-সম্মত বিষয়-ভোগও দুঃখের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি এবং রোগের আক্রমণ-রোধ পূর্বক স্বাস্থ্য বিধানের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্র (আয়ুর্বেদ) বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

(এইবার দ্বিতীয় উপবেদ ধনুর্বেদের প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে)। ধনুর্বেদ শাস্ত্রের চারিটি অধ্যায়, ইহা বিশ্বামিত্র প্রণীত। অধ্যায়গুলির ক্রম এইরূপ ঃ—প্রথম—দীক্ষা পাদ, দ্বিতীয় সংগ্রহ পাদ, তৃতীয় সিদ্ধিপাদ, চতুর্থ—প্রয়োগ পাদ। প্রথম অধ্যায় দীক্ষাপাদে ধনুর লক্ষণগুলি কি এবং ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত কাহারা তাহা আলোচিত হইয়াছে। ধনুঃ শব্দটি রূঢ় অর্থে 'চাপ' বা এক বিশেষ প্রকার অস্ত্র বুঝাইলেও ধনুর্বিদ্যায়

৫৩ প্রচলিত সুশ্রুত-সংহিতায় এই ছয়টি অধ্যায় আছে (১) সূত্রস্থান (২) নিদানস্থান, (৩) শারীরস্থান (৪) চিকিৎসাস্থান (৫। কল্পস্থান (৬) উত্তর-তন্ত্র। উত্তরতন্ত্র অধ্যায় সম্ভবতঃ মূলে সুশ্রুত সংহিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এই জন্যই মধুসূদন সুশ্রুত সংহিতাকে 'পঞ্চাধ্যায়ী' বলিয়াছেন।

৫৪ বাগ্‌ভটের নামে দুইখানি সংহিতা প্রচলিত আছে অষ্টাঙ্গ সংগ্রহও অষ্টাঙ্গ হৃদয়। অন্যান্য আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারদের নাম হারীত, ভেল, শার্ঙ্গধর, সোঢ়ল, বঙ্গসেন, ভাবমিশ্র, মাধক কর, চক্রপাণি প্রভৃতি।

৫৫. সুশ্রুত সংহিতায় আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গের মধ্যে 'বাজীকরণ' এর উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে। বাজীকরণতন্ত্রে হীনবীর্য ব্যক্তির চিকিৎসা এবং সুস্থ ব্যক্তির সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রী—সম্ভোগ বিষয়ক বলিয়া ইহা কামশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে।

৫৬. প্রচলিত বাৎস্যায়ন সূত্রে সাধারণ, সাম্প্রয়োগিক, কন্যাসংপ্রযুক্তক, ভার্যাধিকারিক, পরদারিক ও ঔপনিষদিক—এই ছয়টি অধিকরণ বা অধ্যায় দেখা যায়।

এই শব্দটি চারি প্রকার আয়ুধের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই চারি প্রকার আয়ুধের শ্রেণী বিভাগ এইরূপ—ঃ মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্তও যন্ত্র মুক্ত। মুক্ত আয়ুধ (ইহা ঘূর্ণিত করিয়া শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর শিরশ্ছেদন করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সুদর্শন চক্র ছিল)। অমুক্ত আয়ুধের দৃষ্টান্ত—খড়্গাদি (খড়্গ ব্যবহারকারীকে ইহা হস্তেই ধরিয়া রাখিতে হয়, এই জন্য ইহা অমুক্ত)। মুক্তামুক্তের দৃষ্টান্ত শল্যাদি (বর্শা, ইহা প্রথমে হাতে ধরিয়া রাখিতে হয়, পরে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করিতে হয়, এই জন্য ইহা মুক্তামুক্ত)। যন্ত্র মুক্তের দৃষ্টান্ত হইতেছে ধনু হইতে (বা যন্ত্র হইতে) যাহা নিক্ষেপ করিতে হয়-শর (বাণ)। মুক্ত আয়ুধকে অস্ত্র বলা হয়, অমুক্ত অস্ত্রকে শস্ত্র বলা হয়। (এখানে আবার চারি প্রকার আয়ুধকে অস্ত্র ও শস্ত্র এই দুই শ্রেণীতে বদ্ধ করা হইয়াছে)। আয়ুধগুলি ব্রাহ্ম, পাশুপত, প্রাজাপত্য, আগ্নেয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার আয়ুধেরই এক এক জন দেবতা আছেন (ব্রহ্মা, পশুপতি, প্রজাপতি, অগ্নি প্রভৃতি), দেবতা অনুযায়ী মন্ত্রোচ্চারণান্তর আয়ুধগুলি প্রয়োগ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত এবং তাঁহাদের অনুচর বর্গেরই এই আয়ুধগুলি ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। সৈন্যবাহিনী গঠন পূর্বক এইগুলি ব্যবহার করা হয়। সৈন্যবাহিনী চারি প্রকার ঃ—গজারূঢ়, অশ্বারূঢ়, রথারূঢ় ও পদাতিক। দীক্ষা, অভিষেক, শকুন মঙ্গল করণ প্রভৃতি প্রথম পাদে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে এই সব আয়ুধগুলির এবং তাহাদের উদ্ভাবক আচার্যদের লক্ষণ এবং এই অস্ত্র শস্ত্র সমূহের ব্যবহার শিক্ষাদি দ্বিতীয় পাদে আলোচিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা এই সকল আয়ুধগুলির ব্যবহার, পূর্বকালীন যোদ্ধারা কি প্রকারে এই ব্যবহার কৌশল আয়ত্ত করেন, ইহাদের কোনটির কি দেবতা এবং ইহাদের প্রয়োগ মন্ত্র ধনুর্বেদ শাস্ত্রের তৃতীয় পাদে বিবৃত হইয়াছে। কতকগুলি আয়ুধ আছে যাহা 'সিদ্ধ,' এই সিদ্ধ আয়ুধগুলি কি ভাবে নির্দিষ্ট দেবার্চনা ও অভ্যাস সহকারে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা (ধনুর্বেদ শাস্ত্রের) চতুর্থ

পাদে নিরূপিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ স্বধর্ম (অর্থাৎ ইহা করা তাহার অবশ্য কর্তব্য)। দুষ্টের দণ্ডদান এবং তস্করাদির উৎপাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করার নিমিত্ত এই ধনুর্বেদ শাস্ত্র প্রয়োজন। ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাহার পর প্রজাপতি ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে বিশ্বামিত্র এই ধনুর্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন[৫৭]।

তৃতীয় উপবেদ হইতেছে গন্ধর্ব শাস্ত্র। ইহা ভগবান ভরত প্রণীত। গীত বাদ্য নৃত্য ভেদে ইহা বহু প্রকার। দেবতার আরাধনা, নির্বিকল্প সমাধি সিদ্ধি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে (মনের স্থৈর্য বিধান কারক হিসাবে) গন্ধর্ববেদ বা শাস্ত্র প্রয়োজনীয়[৫৮]।

চতুর্থ উপবেদ হইতেছে অর্থ শাস্ত্র[৫৯]। এই অর্থ শাস্ত্র আবার বহু

---

৫৭. ধনুর্বেদ যজুর্বেদের উপবেদ ; বিশ্বামিত্র প্রণীত ধনুর্বেদ লুপ্ত গ্রন্থ।

৫৮. গন্ধর্ববেদ সামবেদের উপবেদ। গন্ধর্ববেদ বলিতে সঙ্গীত শাস্ত্র বুঝাইয়া থাকে কারণ গন্ধর্বগণ স্বর্গের গায়করূপে প্রসিদ্ধ। সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় তাহা ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। এই গ্রন্থের বিষয় এইরূপ—নাট্যের উদ্ভব, রঙ্গভূমি, নৃত্য গীত ও বাদ্য, সঙ্গীতের প্রয়োগবিধি, অনুকৃতিবিদ্যা, নাটকের অলঙ্কার ও রস, নাট্যের প্রয়োগ, নাট্যের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ, নাটকীয় সজ্জা, নাটকীয় সঙ্গীত, নাটক সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খ্রীঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যেই ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়। নৃত্য (বা নৃত্ত) ও নাট্যই ভরতের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভরতের পরবর্তীকালে মতঙ্গ প্রণীত সংগীত মকরন্দ ও শার্ঙ্গদেব রচিত সংগীত রত্নাকর, দামোদর প্রণীত বৃহদ্দেশী, নারদ প্রণীত সঙ্গীত দর্পণ, লোচন প্রণীত রাজতরঙ্গিণী ও অহোবলপ্রণীত সংগীত পারিজাত সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

৫৯. কৌটিল্যের মতে যে বিদ্যার দ্বারা ধন ও ভূমিলাভ বা পালন করার উপায় জানা যায় তাহাই অর্থ শাস্ত্র বা দণ্ড নীতি। পঞ্চতন্ত্রে অর্থশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্র বলা হইয়াছে। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রে মনু, বৃহস্পতি, উশীনস, পরাশর, ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কাত্যায়ন, চারায়ণ, ঘোটমুখ প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্র বিষয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে কামন্দকীয় নীতিসার, বৃহস্পতি সূত্র, শুক্রনীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থও প্রসিদ্ধ। অর্থশাস্ত্রকে অথর্ববেদের উপবেদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রকার, যথা নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, গজশাস্ত্র, শিল্প শাস্ত্র, সূপ শাস্ত্র, চতুঃ ষষ্ঠি কলা শাস্ত্র[৬০]। এই শাস্ত্রগুলি নানা মুনি প্রণীত। ইহারা নানা লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে বলিয়া প্রয়োজনীয় বিদ্যা।

৬০. **অশ্বশাস্ত্র ও গজশাস্ত্র—ঃ** সালিহোত্র সংহিতা অশ্বশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ; পালকাপ্য সংহিতা হস্তি চিকিৎসা সংক্রান্ত। অশ্ব শাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্বেদেরই অন্তর্ভুক্ত। শিল্প শাস্ত্র বলিতে স্থাপত্য বিজ্ঞান বা বাস্তু বিদ্যা বুঝিতে হইবে। প্রাচীন শিল্প শাস্ত্র কাশ্যপ প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। শিল্প শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রচলিত গ্রন্থাদির মধ্যে "মানসার" "রাজ বল্লভ মণ্ডনম্," "ময়মতম্" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। সূপ শাস্ত্র অর্থে রন্ধন বিদ্যা বুঝিতে হইবে। সূপশাস্ত্র সুকেশ প্রণীত। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নানা প্রকার কলা বিদ্যার উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে চতুঃ ষষ্ঠি কলাই প্রসিদ্ধ। ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত কলা-বিলাস গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে ৬৪টি কলার উল্লেখ আছে ; আবার ঐ গ্রন্থের দশম সর্গে ১০০টি কলা উল্লিখিত হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কাম সূত্রে নিম্নলিখিত ৬৪ কলার উল্লেখ দেখা যায়, ইহাদের জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ হয়ত কোন সময়ে পাওয়া যাইত কিন্তু বর্তমানে তাহা সুলভ নহে। শৈবাগম শাস্ত্রে যে ৬৪টি কলার উল্লেখ আছে তাহার সহিত বাৎস্যায়নের তালিকার কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

বাৎস্যায়নের মতে (১।২।১৫) এইগুলি চতুঃ ষষ্ঠি কলা :—গীতম্, বাদ্যম্ নৃত্যম্, নাট্যম্, আলেখ্যম্ (চিত্রাঙ্কন), বিশেষকচ্ছেদ্যম্ (ভূর্জপত্রকে তিলকাকৃতি করিয়া কাটা) তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারাঃ—(পূজার উপচার চাউল ও পুষ্প ঠিকমত সাজানো), পুষ্পাস্তরণম্ (ফুল দ্বারা গৃহসজ্জা) দশনবসনাঙ্গ রাগাঃ (শরীর, বস্ত্রও দন্তের শোভা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত রঙ এর ব্যবহার), মণিভূমিকা কর্ম-(ঘরের আস্তরণ মণি দ্বারা সজ্জীকরন), শয়ন রচনম্ (শয্যা প্রস্তুত করা), উদকবাদ্যম্—(জলের উপর হাত দিয়া তবলা বাজানোর ন্যায় শব্দ সৃষ্টি করার কৌশল), উদকাঘাত, (জলক্রীড়া কালে জল ছিটাইয়া জল ক্রীড়া দ্বারা সাথীকে বিব্রত করা), চিত্রযোগাঃ—(বিভিন্ন ওষধি ও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ) মাল্য গ্রন্থন বিকল্পা (পুষ্প মাল্য রচনা), শেখরাপীড়ক যোজনম্ (শেখর ও আপীড়ক নামক শিরোভূষণ ঠিকমত স্থানে বসানো), নেপথ্য প্রয়োগাঃ (নিজেকে অথবা অপরকে ঠিকমত বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করা) কর্ণ পত্রভঙ্গাঃ (হস্তীদন্ত, শঙ্খ প্রভৃতি হইতে অলঙ্কার নির্মাণ) গন্ধযুক্তিঃ—(সুগন্ধি প্রস্তুত প্রণালী), ভূষণ-যোজনম্ (ধাতব অলঙ্কারে মণি যোজনা), ঐন্দ্র জালাঃ-ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক), কৌচুমার যোগাঃ—(কুচুমার তন্ত্রে বর্ণিত

ত্রয়ী (বেদত্রয়ী) শব্দের দ্বারা এই অষ্টাদশ বিদ্যাই বুঝিতে হইবে (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব এই চারিটি বেদ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ-এই ছয়টি বেদাঙ্গ ; পুরাণ, ন্যায় মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র এই চারিটি বেদের উপাঙ্গ ,আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারিটি উপবেদ মোট এই আঠারোটি বিদ্যা। ত্রয়ী শব্দের ব্যাখ্যার মধ্যেই সকল প্রকার শাস্ত্রের কথা বলা হইয়া যায়।

ব্যবস্থা অনুযায়ী সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও রীতকাল দীর্ঘস্থায়ী করা বিষয়ে জ্ঞান), হস্ত-লাঘবম্ (অন্যের অজ্ঞাত সারে নিজ হস্ত দ্বারা তাহার নিকট হইতে কিছু লওয়ার কৌশল, সরল ভাষায় হাত সাফাই), বিচিত্র শাকসুপভক্ষ্য বিকার ক্রিয়া (রন্ধন কৌশল) পানকরসরাগাসবযোজনম্ (পেয় পদার্থ প্রস্তুত প্রণালী), সুচীবাপ কর্মানি (সুচীশিল্প কর্ম) সূত্রক্রীড়া (হাতে সুতা লইয়া পশুপক্ষী, মন্দির গৃহাদির প্রতিকৃতি প্রস্তুত করণ), বীণাডমরুবাদ্যানি (বীণা ডমরু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন), প্রহেলিকা (ধাঁধা জাতীয় প্রশ্ন করা ও উত্তর দান), প্রহেলিকা প্রতিমালা (উপযুক্ত অন্ত্যাক্ষর যোগ দ্বারা কবিতা মিলাইবার কৌশল), দুর্বাচক যোগঃ (অর্থ গ্রহণও উচ্চারণ উভয়ই কঠিন এইরূপ বাক্য বা শ্লোক প্রয়োগ), পুস্তক বাচনম্ (পুস্তক নির্বাচন কুশলতা ,কোন পুস্তকটি ভাল বা মন্দ এইরূপ বিচার শক্তি) নাটকাখ্যায়িকা দর্শনম্ (নাটক ; ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা প্রভৃতির জ্ঞান), কাব্যসমস্যাপূরণম্ (কবিতা দ্বারা সমস্যাপূর্তি), পট্টিকা বেত্রবান বিকল্পা (বেত্র, পাটি প্রভৃতি দ্বারা ঝুড়ি, আসন প্রভৃতি গৃহ ব্যবহার্য বস্তু নির্মাণ), তর্কুকর্মানি (সোনা রূপা প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত দ্রব্য খোদাই কার্য), তক্ষণম্ (ছুতারের কাজ), বাস্তুবিদ্যা-(গৃহনির্মাণ বিদ্যা), রূপরত্ন পরীক্ষা-(মণি-মাণিক্য প্রভৃতি খাঁটি অথবা মেকী ইহা যাচাই করিবার প্রণালী) ধাতুবাদ (ধাতুশোধন, এক ধাতুর সহিত অপর ধাতুর মিশ্রণ), মণিরাগাকর জ্ঞানম্ (খনি হইতে মণি উদ্ধার ও উহার রঞ্জন), বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগা-(বৃক্ষলতাদির চিকিৎসা ও উহাদের বৃদ্ধি বা বৃদ্ধি হ্রাস জ্ঞান), মেষ, কুক্কুটলাবক যুদ্ধ বিধি ভেড়া, মুরগী ও পায়রার লড়াই দেখাইবার কৌশল), শুক সারিকা প্রলাপনম্ (তোতা, ময়না প্রভৃতি পাখী দিগকে কথা বলাইবার শিক্ষাদানের জ্ঞান), উৎসাদনে, সংবাহনে কেশ মর্দনে চ কৌশলম্ (শরীর ও মস্তক মর্দ্দন কৌশল), অক্ষর মুষ্টিকা কথনম্ (সাংকেতিক অক্ষরের জ্ঞান ; 'ফাচৈবৈজ্যে আশ্রাভাআকামাপৌমা চৈব' কথাটির মধ্যে ফাল্গুন হইতে মাঘ পর্যন্ত ১২টি মাসের আদ্যক্ষর রহিয়াছে, এই কথাটি যে বার মাসের নাম তাহা

(অতঃপর মধুসূদন সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও বৈষ্ণব মতের আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন কারণ 'ত্রয়ী' শাস্ত্রের এ যাবৎ যে আলোচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে এই শাস্ত্রগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। মধুসূদনের মতে সাংখ্যাদি ধর্ম-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইতি পূর্বে সাংখ্যাদি সম্বন্ধে "স্বশব্দে নৈব নির্দেশাৎ পৃথগেব সঙ্গতির্বাচ্যা" ইত্যাদি বাক্যে মধুসূদন পরে এই শাস্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করিবেন, এইরূপ আভাস দিয়াছিলেন)।

সাংখ্য শাস্ত্র ভগবান কপিল প্রণীত[৬১]। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিই

বলিয়া দিতে পারাকেই, অক্ষর মুষ্টিকা কথনম বলা যায়, অগ্রহায়ণ মাসের 'অ' এর পরিবর্তে এই বাক্যে 'মার্গশীর্ষ' এর আদ্যক্ষর 'মা' এই বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, ম্লেচ্ছিত বিকল্প (গুপ্ত ভাষা বিজ্ঞান), দেশ ভাষা বিজ্ঞানম্ (বিভিন্ন দেশীয় ভাষার জ্ঞান), পুষ্প শকটিকা (পুষ্প দ্বারা রথ প্রভৃতি যান নির্মাণ কৌশল), নিমিত্ত জ্ঞানম্ (শকুন-বিচার) যন্ত্রমাতৃকা (স্বয়ং চালিত যন্ত্র নির্মাণ পদ্ধতি), ধারণ মাতৃকা (স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি কৌশল), সম্পাঠ্যম্ (কোন শ্রুত বা পঠিত বাক্য দ্বিতীয় বার না শুনিয়া বা না পড়িয়া বলিয়া দেওয়া, অর্থাৎ উত্তম স্মৃতি শক্তি), মানসী কাব্য ক্রিয়া-(বিক্ষিপ্ত অক্ষর হইতে শ্লোক নির্মাণ) অভিধান কোশ ছন্দো বিজ্ঞানম্ (শব্দ কোশ ও ছন্দের জ্ঞান ইহা ৬৪ কলার ৫৪ ও ৫৫তম কলা), ক্রিয়াকল্প-(কাব্যালঙ্কারের জ্ঞান), ছলিত যোগাঃ (বহুরূপ ধারণ), বস্ত্র গোপনানি (ছোট বা বড় বস্ত্র মানান সই রূপে পরিধানের কৌশল) দ্যূত বিশেষ-(সম্ভবতঃ দুর্যোধনাদির ন্যায় বাজী ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার পাশা খেলার কৌশল), আকর্ষ ক্রীড়া (উত্তম পাশা খেলা), বালক্রীড়কানি-(শিশুদের উপযোগী খেলার জ্ঞান), বৈনয়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্-(যাহা হইতে বিনয় বিষয়ে জ্ঞান হয়—আচার শাস্ত্র), বৈজয়িকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানং (যাহা হইতে অপর ব্যক্তিকে জয় করা যায় এমন বিদ্যা-যথা কৌটিলীয় অর্থ শাস্ত্র), ব্যায়ামিকীনাং বিদ্যানাং জ্ঞানম্ (ব্যায়াম বিদ্যা)। বাৎস্যায়নের মতে এই চতুঃষষ্টিরঙ্গ বিদ্যা কামসূত্রের অঙ্গীভূত।

৬১ জ্ঞানাৎ মুক্তি (সাংখ্য সূত্র—৩-২৩) অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয় সাংখ্যের ইহাই বক্তব্য। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই এই জ্ঞানের ভিত্তি। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই—(১) প্রকৃতি (২) তাহার বিকার মহত্তত্ত্ব (৩) মহত্তের বিকার অহংকার (৪-৮) অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস

মানবের পরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ, এই বিষয়টিই ছয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়গুলি নির্দিষ্ট ও আলোচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানের কার্য অর্থাৎ মূল বস্তুর পরিণাম বা ফল, তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয় বৈরাগ্য, চতুর্থ অধ্যায়ে পিংগলা কুররাদী নামক আখ্যায়িকা বিষয়-বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পরপক্ষের সম্ভাব্য যুক্তিগুলির খণ্ডন করিয়া ষষ্ঠাধ্যায়ে সমগ্রগ্রন্থের বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করা হইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের জন্যই সাংখ্যশাস্ত্র প্রয়োজন।

যোগশাস্ত্র ভগবান পতঞ্জলি কর্তৃক প্রণীত। ইহার চারিটি অংশ, অধ্যায় বা ভাগ। "এইবার যোগানুশাসন বিবৃত হইবে"—এইরূপে যোগশাস্ত্রের প্রস্তাবনা করিয়া চারি অধ্যায়ে ইহা সমাপ্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রথমপাদে চিত্তবৃত্তি নিরোধক সমাধি ও বৈরাগ্যের লক্ষণ ও তাহার সাধনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। চিত্তবিক্ষিপ্তির রোধ দ্বারা সমাধি সিদ্ধির জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট অঙ্গের বিষয় দ্বিতীয় ভাগ বা অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে[৬২]। তৃতীয়

ও গন্ধ); পঞ্চতন্মাত্রকে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতও বলা হয়। (৯-১৯) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ (এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়), হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ (কর্মেন্দ্রিয়) এবং মন (২০-২৪) পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (২৫) পুরুষ। সাংখ্যের মতে বিশ্বের মূল উপাদান প্রকৃতি (বা অব্যক্ত)। প্রকৃতি-প্রসবধর্মী, পুরুষ নির্বিকার, অপরিণামী। প্রকৃতি ভোগ্যা পুরুষ ভোক্তা। কপিল প্রণীত সাংখ্য সূত্র (সূত্র ষড়াধ্যায়ী) ব্যতীত সাংখ্য দর্শন বিষয়ে আর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম তত্ত্বসমাস-সূত্র। প্রাচীন দার্শনিক বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে এই গ্রন্থটিও নারায়ণাবতার কপিল প্রণীত।

৬২ যোগ সাধনা অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যানও সমাধি। (১) যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এইগুলি যমের অংগ। অহিংসা সকল প্রাণীর প্রতি হিংসার বিরতি ও মৈত্রী-ভাবনা। সত্য—যাহা শোনা যায় বা দেখা যায় তদ্রূপ বাক্য ও ভাবনাই সত্য। অস্তেয়—স্পৃহা-শূন্যতা। ব্রহ্মচর্য—মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার প্রয়োজন। অপরিগ্রহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ না করা। (২)

পাদে যোগের মহিমা বা যোগ-বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে কৈবল্য বা মুক্তি আলোচিত হইয়াছে। চিত্ত বা মনকে বিজাতীয় ধারণা বা চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে ধ্যানাদি দ্বারা যুক্ত করাই যোগ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

পশুপতি মত বা পাশুপত-শাস্ত্র পশুপতি (ভগবান শিব) কর্তৃক প্রণীত। ইহার উদ্দেশ্য 'পশু' বা জীবগণকে পাশ বা বন্ধ হইতে মুক্তিদান। এই শাস্ত্র পঞ্চাধ্যায়ে বিভক্ত। "এখন আমরা পাশুপত যোগ শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি"—এইভাবে ইহার প্রথম অধ্যায় সূচিত হইয়াছে। পাঁচটি অধ্যায়ের ক্রম এই প্রকার—জীব কার্যরূপ সুতরাং পশু, কার্যের কারণ হইতেছেন ঈশ্বর অতএব তিনি পশুপতি, যোগ হইতেছে পশুর পশুপতির সহিত যুক্ত হইবার উপায়। ইহার সাধনের উপায় ত্রিষবণ স্নান অর্থাৎ অঙ্গে বিধিঅনুযায়ী বিভূতি (ভস্মাদি) লেপন। দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মোক্ষ প্রয়োজন। মোক্ষসাধন এই পাশুপত শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়। এই জন্য এই শাস্ত্রকে কার্যকারণ যোগ-বিধিও দুঃখান্তা ও বলা হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবীয় পঞ্চরাত্র শাস্ত্র নারদাদি প্রণীত[৬৩]। পঞ্চরাত্র মতে বাসুদেব,

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই কয়টি নিয়মের অঙ্গ। শারীরিক ও মানসিক মল-ক্ষালন শৌচ; অনায়াসলব্ধ প্রাপ্তিতে তৃপ্তি-বোধ সন্তোষ, অন্যথায় অসন্তোষ জন্মে, অসন্তোষ হইতে চিত্তস্থৈর্য ব্যাহত হয়; তপস্যা—কষ্ট সহ্য পূর্বক শরীর ও মনের দৃঢ়তা সম্পাদন; স্বাধ্যায়—মোক্ষ-শাস্ত্র (বেদাদি অধ্যয়ন ও প্রণবমন্ত্র জপ); ঈশ্বর প্রণিধান ঈশ্বরের ধ্যানে চিত্ত সমাহিত করণ। (৩) আসন—চিত্তকে সমাহিত করিতে হইতে হইলে যাহাতে শরীরের কষ্ট না হয় এইরূপ অবস্থিতি (৪) শ্বাস-প্রশ্বাস সংযমের ক্রিয়া (৫) চিত্তরোধ দ্বারা ইন্দ্রিয় রোধ (৬) চিত্তকে দেশ-বিশেষে বন্ধ করার নাম ধারণা (৭) ধ্যেয় বিষয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে চিত্তের সংযোগ (৮) ধ্যানের অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তলীন হইলে এই ক্রিয়া এবং ইহার জ্ঞাতা দুয়েরই লয় হয়, যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকেই সমাধি বলা হয়। বিশেষ বিবরণ যোগ-বিষয়ক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৬৩. নারদ পঞ্চরাত্র মতে—রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞান-বচন, এবং এই জ্ঞান পঞ্চ-বিধ এইজন্য এই শাস্ত্রকে পঞ্চরাত্র বলা হয়। পঞ্চরাত্র মত অতি প্রাচীন, ইহাই

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। বাসুদেব (পঞ্চরাত্র মতে) বিশ্বের মূল কারণ, তিনিই পরমেশ্বর। তাঁহা হইতেই সঙ্কর্ষণ বা জীবের উৎপত্তি হয়। সঙ্কর্ষণ বা জীবের মধ্যে প্রদ্যুম্ন-রূপী মনের উৎপত্তি হয় (জীবের চৈতন্যই মন, ইহাকেই প্রদ্যুম্ন বলা হইতেছে)। চৈতন্য বা মন হইতে যে অহঙ্কার অর্থাৎ অহং বোধ হয় তাহাকে অনিরুদ্ধ বলা হইয়াছে। পঞ্চরাত্রে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে জীব, তাহার চৈতন্য এবং তাহার অহং, সবই যখন স্বয়ং বাসুদেব দ্বারাই উৎপন্ন সুতরাং কায়-মনোবাক্যের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলেই জীব কৃত-কৃত্য হইতে পারে অর্থাৎ এই ভাবেই সে তাহার সকল অভীষ্টই লাভ করিতে পারে।

এই ভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে কি পার্থক্য আছে তাহা প্রদর্শিত হইল। সকল প্রস্থান বা মতগুলিকেই আবার সংক্ষেপতঃ তিনভাগে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। ইহার প্রথমটি হইল আরম্ভবাদ, দ্বিতীয়টি হইল পরিণাম-বাদ আর তৃতীয়টি হইতেছে বিবর্তবাদ।

ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি) ও বায়ু-এই চারি প্রকার পরমাণু ক্রমান্বয়ে একটি অপরটির সহিত যুক্ত হইয়া 'একটি' হয়, এইরূপ আর একটি 'যুক্ত' পরমাণু আবার ইহার সহিত যুক্ত হয়। এইরূপ দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তার্কিকদের (ন্যায়-বৈশেষিক মতাবলম্বী) এবং মীমাংসকদের মত এই যে যাহার অস্তিত্ব ছিল না (যথা জগৎ) তাহা সৃষ্টির জন্য কোন কারণের (সৎবস্তুর অর্থাৎ পূর্বেই বর্তমান ছিল এমন বস্তুর) প্রয়োজন (সুতরাং বৈশেষিক ন্যায় ও মীমাংসা-দর্শন আরম্ভ-বাদী)।

দ্বিতীয় পরিণাম (বা উদ্বর্তন) বাদটি সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপত দর্শন সম্মত। এই মতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোজ্ঞান সমন্বিত প্রকৃতিই মূল

বৈষ্ণব মতেরই আদিরূপ। মহাভারতে এই মতের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আছে। নারদ প্রণীত পঞ্চরাত্র প্রসঙ্গে নারদীয় পঞ্চরাত্র ব্যতীত ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাশিষ্ট, কাপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয় পঞ্চরাত্র তত্ত্বও মধুসূদনের আলোচনায় স্থান লাভ করিয়াছে।

কারণ বা প্রধান। এই প্রকৃতি মহৎ (অনুভব শক্তি) ও অহঙ্কার (আত্মবোধক চেতনা) সহযোগে চিন্তায় ও বহিরিন্দ্রিয়াদির সাহায্যে জগদ্ব্যাপারে পরিণত হয়। এই পরিণাম-বাদী মতে চাক্ষুষ পরিদৃশ্যমান ও চিত্তে প্রতিভাত জগৎ পূর্ব হইতেই সূক্ষ্মাকারে বর্তমান থাকে এবং এই কার্য কারণ বশতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাই পরিণাম-বাদ। তৃতীয় মতটি হইতেছে বিবর্তবাদ (বা মায়াবাদ)। স্বপ্রকাশ, পরমানন্দ-স্বরূপ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বকৃত মায়ার প্রভাবে জগদাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন (অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা), ইহাই হইতেছে ব্রহ্ম-বাদী বৈদান্তিকগণের মত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের (রামানুজাদির) মতে জগদ্ব্যাপার ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। তৃতীয় পক্ষাবলম্বী মুনিগণের অর্থাৎ বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ নাই যে সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগদ্ব্যাপারের স্রষ্টা। (জগৎ ব্রহ্ম কর্তৃক বিবর্তিত হইয়াছে ইহাই হইল বিবর্তবাদ)।

ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী মুনিগণের এই সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই, কারণ তাঁহারা সর্বজ্ঞ। নাস্তিক মত খণ্ডন জন্যই ভিন্ন ভিন্ন মত তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা ইহাই ছিল যে বহির্মুখী (বহির্বিষয় প্রবণ) সাধারণ-মনুষ্য পরমপুরুষ প্রসঙ্গে বা অভীষ্ট লক্ষ্যে অনায়াসে বা সহসা প্রবেশ করিতে পারিবে না। (এই জন্য যাহার যেরূপ বুদ্ধি তাহার উপযোগী রূপে বিভিন্ন মত বা শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল)। সাধারণ মনুষ্যগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুযায়ী এক একটি মত বাছিয়া লইয়াছিল বা লইয়া থাকে (বেদ যাহাদের ধারণার অতীত বা যাহারা বেদের বিরোধী তাহারা আপাত বেদ-বিরোধী মত বাছিয়া লইয়া তাহাই অনুসরণ করিত)। প্রকৃত প্রস্তাবে যে শাস্ত্র গুলির আলোচনা করা হইল সেগুলি বেদসম্মত শাস্ত্র (বেদবাহ নহে)। নানাপথ ও মতের ইহাই ব্যাখ্যা।

[সম্পাদক কর্তৃক ব্যাখ্যামূলক সরল বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থ-বিবরণী

[বিভিন্ন প্রস্থানের তাৎপর্য বুঝাইতে গ্রন্থকার মধুসূদন সরস্বতী বেদ সম্মত অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টাদশ বিদ্যার বহির্ভূত কয়েকটি গ্রন্থও সর্ববিদ্যা বিশারদ মধুসূদন কর্তৃক আলোচিত বা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রস্থানভেদ গ্রন্থ মধ্যে উল্লিখিত পুস্তকগুলির বিবরণ বা গ্রন্থ-পঞ্জী পাঠকদের সুবিধার্থে এই পরিশিষ্ট অংশে সঙ্কলিত হইল। এই গ্রন্থ-পঞ্জী সঙ্কলন কালে ইংরাজী ব্যতীত অন্য বৈদেশিক ভাষায় ও বাংলা এবং সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত অনূদিত বা সম্পাদিত গ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ অভাবে হিন্দী ভাষায় অনূদিত বা সম্পাদিত দু একটি গ্রন্থ অবশ্য এই অংশে গৃহীত হইয়াছে। বিশেষ আগ্রহী পাঠকের দ্রষ্টব্য রূপে কয়েকটি ব্যাখ্যামূলক পাঠ-সহায়ক গ্রন্থও উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-বিবরণী যথাসম্ভব মধুসূদনের আলোচনার ক্রম অনুয়ায়ী বিন্যস্ত হইয়াছে, এই জন্যই সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র গ্রন্থাদি ন্যায়, বৈশেষিকও মীমাংসার সহিত সন্নিবিষ্ট হয় নাই। নাস্তিক দর্শনগুলি বিন্যাসের ব্যাপারে মধুসূদনের ক্রম অনুসৃত হয় নাই, এইগুলি সর্বশেষে স্থান দেওয়া হইয়াছে—সম্পাদক]।

সাংকেতিক চিহ্ন

কয়েকটি সুপরিচিত গ্রন্থমালা বা সিরিজের পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন গ্রন্থ বিবরণীতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ—ক.স.রি. সি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — ক. বি / C.U

বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা — B.I / বি.ই.

কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ (মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস) — ক.স.সি

নির্ণয় সাগর প্রেস, (বোম্বাই) নিঃ সাঃ
বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, (বোম্বাই) বেঃ প্রেঃ
সরস্বতী বিহার সিরিজ, দিল্লী স.বি.সি,
Sacred Books of the East
(Reprinted by Motilal Banarasidas)……S.B.E
Sacred Books of the Hindus, Panini office, Allahabad…S.B.H.
Harvard Oriental Series, U.S.A …H.O.S.
Visveshwarananda Vedic Research Institue, Hoshiarpur. বি. ভি. আর. আই.
Gaekwad Oriental Series, Baroda. G.O.S.
আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, পুনে…আনন্দাশ্রম
Punjab Sanskrit Series … P.S.S. পি. এস্. এস্.
Trivandrum Sanskrit Series T.S.S. টি. এস্. এস্.
Bombay Sanskrit series … B.S.S.
কাশীসংস্কৃত সিরিজ … কা. স. সি
Bhandarkar Oriental Research Institute; Poona, B.O.R.I